

শহর ও জেলার খবর

বহরমপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২২ মার্চ— বৃধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বহরমপুরে থানার পাকুরিয়া এলাকার এক মিষ্টি ব্যবসায়ীর বাড়ির পিছন দিকে এই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ধোঁয়ায় ভরে যায় এলাকা। আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বহরমপুর থানার পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। বাড়িটিতে আগে থেকেই বোমা মজুত করা ছিল, নাকি বাইরে থেকে বোমাটি সেখানে এনে রাখা হয়েছিল সমস্ত দিক খতিয়ে দেখাচ্ছে পুলিশ। যে বাড়ির পিছনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে, সেই বাড়ির লোকদের এবং প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই বিস্ফোরণের পরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়।

একটি নয়, একাধিক বোমা একসঙ্গে বিস্ফোরণ হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। এত বোমা মজুত করা হয়েছিল কীভাবে এবং কেন? এই প্রশ্ন ভাবাচ্ছে পুলিশকে। এই ঘটনার সঙ্গে জমি-বাড়ি কেনা-বেচার কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কারণে মিস্ত্রি দোকান ছাড়াও বাচ্চু মণ্ডল জমি-বাড়ি কেনা-বেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তবে ঘটনাস্থলেই দিসিটিভ ক্যামেরা লাগানো থাকায়, সেখান থেকে কিছু সূত্র মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বাচ্চু মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়ির ঠিক পিছন দিকে তাঁর ভাইয়ের বাড়ির সামনে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল, পরপর কয়েকটি বাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে গিয়েচছে। বিস্ফোরণের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে

একাধিক প্রাচীরে। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায়, বোমা বিস্ফোরণের পরে তার আওয়াজে বাচ্চু মণ্ডলের পাশে বাড়ির এক মহিলা জ্ঞান হারান। স্থানীয় সেই বাসিন্দা হয়রানি মণ্ডল বলেন, ‘আমি বাড়িতে বসে বাসন মাজছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পাই। কিছুক্ষণ পরে দেখি প্রচণ্ড ধোঁয়া। আমি ছুটে আসি। চিংকার করতে থাকি। চিংকার শুনে অনেকে ছুটে আসেন। ততক্ষণে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। শুধু আমি নই, গোটা এলাকার মানুষ চাইছে এই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত হয়। যে বা যারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে, তারা শাস্তি পাক।’

বাচ্চু মণ্ডলের স্ত্রী মান্দি মণ্ডল বলেন, ‘যখন ঘটনাটি ঘটে, আমি তখন ডান্টবিনে নোংরা ফেলতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে আর কেউ ছিল না। মেয়ে স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছিল। ডান্টবিনের সামনে থেকেই বিকট আওয়াজ

শুনতে পাই। আমি দৌড়ে এসে দেখি, আমাদের বাড়ির পিছনে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ঘটনার সময় পাশের বাড়িতেও কেউ ছিল না। পরে শুনতে পাই, বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজে পাশের বাড়ির এক মহিলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তদন্তকারী পুলিশ কর্মীরা বলেন, একটি নয়, একাধিক বোমা সেখানে মজুত করে রাখা হয়েছিল। এই বোমাগুলি আমাদের ফাঁসানোর জন্যই কেউ হয়তো রেখে গিয়েছিল। তবে বর্তমানে আমাদের সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই। আমার স্বামী আগে কংগ্রেস করলেও, এখন তিনি আমাদের মিস্ত্রি দোকান নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সারাদিন। সেই সঙ্গে ফেলতে-বাড়ি কেনা-বেচাও করেন। আমরা চাই পুলিশ গোটা ঘটনার সঠিক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক।’

কেশিয়াড়ি হাসপাতালের বেডে বসে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিলেন অসুস্থ ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ মার্চ— বৃধবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি ব্লকের নছিপুর হাইস্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় আচমকা গুরুতর অসুস্থ হয়ে যায় লিপিকা চক্রবর্তী নামে এক ছাত্রী। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কেশিয়াড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। ওই হাসপাতালের ডাক্তার বাবুরা প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় ওই ছাত্রীকে কিছুটা সুস্থ করে তোলে। এরপর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের বেডে বসে সে পরীক্ষা দেয়। হাসপাতালে তার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্থানীয় প্রশাসন। তবে ওই ছাত্রী হাসপাতালে চিকিৎসারীন রয়েছে। শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে ওই ছাত্রী আচমকা পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওই ছাত্রী এবছর কেশিয়াড়ি বাঘাতি হাইস্কুল থেকে পরীক্ষা দিছিল। তার পরীক্ষা সেন্টার ছিল নছিপুর হাইস্কুল।

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর বৈশাখ ডিএ আন্দোলনকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি— বকেয়া ডিএ’র দাবিতে আন্দোলনরতদের আপত্তিকর ভাষায় আক্রমণ করলে তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। বৃধবার সকালে ডিএ আন্দোলনকারীদের বিধে একটি ফেসবুক পোস্ট করেন বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। লেখেন, একদল লোকের পাতে পোলাও-মাসে আছে। তারা যেউ যেউ করছে। বলছে পোলাওয়ে গি কম। আরও যি ঢালতে হবে। আর একদল যারা খালি পেটে গামছা বেঁধে রাতে ঘুমাতে যায়। আমি সবদিন ওই না খাওয়া লোকটির জন্য লড়েছি আর লড়ব। যি বাবুর লড়াইয়ে সে হারবে না জিতবে আমার কিছু যায় আসে না। এই মন্তবোর জেরে তীব্র কটাক্ষ করে কেউ লিখেছেন, আপনার বিধায়ক ভাতা এলাকার ভাত না পাওয়া মানুষদের দান করুন। সেই নথি এখানে পোস্ট করেন। আর যে যে সরকারি সুবিধা ভোগ করেন সেগুলোও ছাড়ুন। কেউ লিখেছেন, বাম আমলে বিধায়কদের মাইনে কত ছিল আর আজ আপনি কত টাকা মাইনে তুলছেন মনে করুন ভেবেছিলাম আপনি ভদ্রলোক। একজন দাবীর লিখেছেন, মহাশোতা দেবার রেকোর্ডে লেখক হয়েছে, মমতা দিদির অনুপ্রেরণায় বিহারক হয়েছে, এবার নিজের খোঁজাওয়া মানুষ হবার চেষ্টা করুন।

আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তপ্ত সল্টলেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ২২ মার্চ— নিয়োগ দূর্নীতির মাঝে আবারও সরগরম হয়ে উঠল সল্টলেক চত্বর। ২০১৪ সালের আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের প্যালেল প্রকাশ ও নিয়োগের দাবি নিয়ে বৃধবার এসএসসি ভবন অভিযান কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বঞ্চিতরা। এসএসসির দফতরের সামনে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা ছিল। সেই মতো এদিন নির্ধারিত সময়ই কর্মসূচি পালন করতে শুরু করেন তারা। তবে মিছিল এদিন সেক্টর ফাইভ মেট্রো স্টেশনের সামনে পৌঁছাতেই তা আটকে দেয় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপরই পুলিশের সঙ্গে শুরু হয়ে যায় চাকরিপ্রার্থীদের বকসা ও ধস্তাধতি। এদিকে এমন ঘটনায় যানজট সৃষ্টি হয় এলাকায়। তারপরই চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। তাদের টেনেহিঁচড়ে তোলে প্রিজন্ড ভানো। আর এই ঘটনার পরই রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধে সল্টলেক চত্বরে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গত ৯ বছর ধরে উচ্চ প্রাথমিকে কোনও

নিয়োগ হয়নি। দু’বার ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরির জন্য ডাক মেলেনি। কমিশন কেন এখনও পর্যন্ত স্বচ্ছ নিয়োগ করতে পারল না? কেন এত বিলম্ব? কেন এই ধরপাকড়? এই প্রশ্ন তোলেন চাকরিপ্রার্থীরা। পাশাপাশি তাঁদের আরও অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও এসএসসি নিয়োগের কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। তারই প্রতিবাদে এসএসসি ভবন অভিযানের সিদ্ধান্ত চাকরিপ্রার্থীরা। এরপরই পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, এদিন তাদের লারিচার্জ করেছে পুলিশ। এই ঘটনাকে বিচার জানিয়েছেন তারা। অপরদিকে এই বিষয়ে বিধাননগর পুলিশ জানিয়েছেন, এদিন আন্দোলনকারীদের বারবার বারণ করা হলেও তারা কথা কানে তোলেননি। মেট্রো স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। যার ফলে নিত্যযাত্রী ও অফিস যাত্রীদের প্রবল সমসয়ার সম্মুখীন হতে হয়। আর সেকারবই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পুলিশ আন্দোলনকারীদের প্রিজন্ড ভানো তোলে এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।

কাকদ্বীপ আদালতে এই প্রথম প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগে প্রেমিককে ফাঁসির সাজা ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২২ মার্চ— প্রেমের অভিনয়ে পারদর্শী প্রেমিক যুবক প্রেমিকাকে বকখালির হোটেলে ডেকে এনে মৃৎশব্ ভাবে অত্যাচারের পর খুন করে ২০১৮ সালের বারোই এপ্রিল। বিচার চর্যালি কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে। বৃধবার বিচারকে প্রেমিক সমর পাত্রকে ফাঁসির সাজা দেবার রায় ঘোষণা করে। কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে এই প্রথম কোনও অপরাধীর ফাঁসির সাজা ঘোষণা হল। রায়ের খবর শুনে কাকদ্বীপ আদালত চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গেল, নামখানার দ্বারিকনগরের

তরুণীর সাথে পাতিনিউনিয়ার যুবকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কে এসেছিল তরুণীকে ডাকে সাড়া দিয়ে বকখালির হোটেলে এসেছিলেন তরুণী। তরুণীর হেড হোটেল কর্তাকে উদ্ধার হবার পর বকখালির ফ্রেজারগাঙ্গড় উপকূল্য থানায় পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পলাতক প্রেমিক সমর পাত্রকে খুনের ঘটনার দেড় মাস পরে গ্রেফতার করে পুলিশ। সমর পাত্র জেল হেফাজতে থাকা কালীন বিচার শুরু হল। বৃধবার ফাঁসির সাজা ঘোষণা হবার পর মৃত্যু তরুণীর পরিবার খুশি হলেও কান্নায় ভেঙে পড়ে আসামী সমর পাত্রের পরিবার।

জমির দলিল জাল করে বিক্রি, শোকে মৃত প্রকৃত মালিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত, ২২ মার্চ— এক ব্যক্তির জমির দলিল জাল করে জমি বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে উঠলো আর তার জেরে শোক সামলাতে না পেরে বৃধবার মৃত্যু হয় জমি মালিকের। তার মৃতদেহ বামনগাছির যশোর রোডের উপর নিয়ে এসে তৃমুল বিক্ষোভ দেখায় এদিন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম ওহেদ বকর মন্ডল (৭৫), তার প্রায় সতেরো কাঠা জমি ভূম্যে মালিক অন্মায় ভাবে তাঁদের পর সেই জমি এক ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দেয় তারই এক আত্মীয়। সেই জমি বিক্রির খবর শুনে ওহেদ বকর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপরই তিনি চিঠায় ও উদ্ধগের কারণে শেখপুন্ড্র মারা যান। স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া হলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তারই প্রতিবাদে এদিন সকালে বৃদ্ধের মৃতদেহ রাস্তার উপরে রেখে গ্রামের মানুষজন একত্রিত হয়ে অবরোধ শুরু করে। তাদের দাবি, এই জমি তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এবং একইসঙ্গে অন্যান্যকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। আর যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার করা হবে তারা এই অবরোধ চালিয়ে যাবেন। এদিকে যশোর রোড বামনগাছিতে অবরোধ হওয়াতে স্বাভাবিকভাবে বনগা বারাসাতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সমস্যায় পড়েন স্থানীয় মানুষরা। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছায় দপ্তরপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের আশ্রমে দীর্ঘ ঘণ্টাকা পর অবরোধ তুলে নেয় তারা।

শান্তনুর ‘ঘনিষ্ঠ’ সেই নিলয় হাজির সল্টলেকে ইডির দফতরে

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দূর্নীতিতে অভিজ্ঞ শান্তনু ঘনিষ্ঠ নিলয়কে ডেকে পাঠলো ইডি। সিভিক পুলিশ থেকে একটি প্রোমোটিং সংস্থার ডিরেক্টর হয়ে গিয়েছিলেন নিলয় মালিক। ইডি সূত্রের খবর, নিলয়ের প্রোমোটিং সংস্থার আর এক অংশীদার ছিলেন শান্তনুর স্ত্রী। শান্তনুর সাথে নিলয়ের বেশ সহদয় সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু গত দেড় বছরে হঠাৎই সম্পর্কে বদল দেখা দিলো। শান্তনুর স্ত্রীর সেই প্রোমোটিং সংস্থা সরে যায় নিলয়ের। বৃধবার সেই নিলয় সংস্থা সংক্রান্ত সব ফাইলপত্র নিয়ে হাজির হলেন সল্টলেকের সিভিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে।

ইডি সূত্রে খবর, নিলয়কে এর আগে বলাগড়ে শান্তনুর রিসর্টে ডেকেও খুব একটা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। পরে ইডিই তাকে ডেকে পাঠায় সিভিওতে। তখন পেয়েই সিভিও কমপ্লেক্সে হাজির হয়েছেন নিলয়। তার হাতে বেশ কিছু ফাইলও দেখা গিয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, শান্তনুর স্ত্রীর সংস্থায় ডিরেক্টর থাকলেই যে সমস্ত নথি নিলয়ের কাছে ছিল, তা দেখতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই সব নথিই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তিনি। ইডি সূত্রের খবর, শান্তনু এক সময় নিলয়ের নামে একটি গাড়ি কিনেছিলেন। সে বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে।

জিজ্ঞাসাবাদে নিলয় ইডিকে জানায়, যদিও শান্তনুর সঙ্গে অতীতে তাঁর সম্পর্কে থাকলেও গত দেড় বছর ধরে তিন্তত্তা তাঁর হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, দেড় মাস আগেও সিভিক পুলিশের চাকরিটি ছিল নিলয়ের। তবে তার পর তিনি ওই চাকরি ছেড়ে দেন।

‘সুযোগ পেলে তৃণমূলকর্মীদের আবার চাকরি দেব’

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দূর্নীতিকাণ্ডে একে একে সামনে আসছে বড় বড় রাধব বোয়ালদের নাম। সেই নিয়োগ দূর্নীতি নিয়ে উত্তাল গোটা বাংলা। শাসকদল থেকে শুরু করে ঢলি অভিনেতা কেউ বাদ যায়নি নিয়োগ দূর্নীতিতে। সেই আবহেই বিতর্কিত মন্তব্য কামারহাটির **মদনের মন্তব্যো বিতর্ক** তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের। তার দাবি, সিপিএম কয়েক কোটি বেকার রেখে চলে গিয়েছে। তৃণমূলের লোকজন সিপিএম-এর আমলে চাকরি পাননি। তাই আগামী দিনেও পারলে ফের তৃণমূলকর্মীদের চাকরি দেবেন তিনি। ফেসবুক লাইভে এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন মদন। তিনি বলেন নিয়ম-নীতি মেনে, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়, যোগ্যতমদের বঞ্চিত না করে যদি তৃণমূল কর্মীদের চাকরি দেওয়া হয়, সেটা অনায়া নয়। আবার চাকরি দেব। শুধু তাই নয়, ২০০২ থেকে ৩৪ বছর ধরে সিপিএম চাকরি দিয়ে এসেছে। দিল্লিতে বিজেপি একতরফা করে যাচ্ছে। আর তৃণমূলের কর্মীরা চাকরি পাবেন না। আমি সুযোগ পেলে আবার তৃণমূলের কর্মীদের চাকরি দেব। মদনের মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রতিক্রিয়া চাইলে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন সঙ্কন তাঁ বলেন, বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা নিজের নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

হাওড়ায় কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, জখম ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি— বৃধবার মালি পাঁচঘরা থানার ঘুসুড়ি এলাকায় একটি কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আহত হলেন ছ’জন শ্রমিক। খবর পেয়ে ছুটে আসে মালি পাঁচঘরা থানার পুলিশ। আহতদের টিএল জয়সওয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, ওই ক্লাপ কারখানায় লোহা কাটার কাজ হত। বৃধবার শ্রমিকরা কাজ করার সময় প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হয়। সিলিন্ডার ফেটেই এই দুর্ঘটনা। সেইসময় কারখানায় ছিলেন ছ’জন শ্রমিক। তারা প্রত্যেকেই জখম হল। তাঁদের মধ্যে দুজনের আশঙ্কাজনক। একজন গুরুতর চোট পেয়েছেন। পায়ে। অন্যজন কোমরে। ডিসি (নথ) অনুপম সিং জানান, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালি পাঁচঘরা থানার পুলিশ। ছ’জন শ্রমিক জখম হয়েছেন। কীভাবে ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাথর শিল্পাঞ্চলে রেলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর, ২২ মার্চ— জেলা বীরভূমের যে সব পাথর শিল্পাঞ্চল রয়েছে, সেইসব এলাকা থেকে পাথর সরবরাহ করা হয়ে থাকে সড়ক ও রেলপথে। সড়ক পথে ভারী মালবাহী ডাম্পারে পাথর পরিবহনের ফলে এলাকার রাস্তাঘাট হামেশাই খানাখন্দে ভরে যায়। বিচ্চিন্ন সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় অনেকের। এনিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের সাথে হামেশাই অশান্তি বাধে ডাম্পার চালকদের। এবার মুরারিইয়ের চাওরা-যাত্রা এলাকার বাসিন্দারা গিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন রেল স্টেশন মাস্টারের কাছে। এলাকার মানুষদের অভিযোগ, ডাম্পারে করে পাথর এনে তা যাত্রা এলাকায় ঢালা হচ্ছে এবং তাগির তা রেলের মালাগাড়িতে তোলা হচ্ছে। আর এর ফলে যাত্রা ফেলা ও মালাগাড়িতে চালানোর প্রক্রিয়ায় সর্বদা বিকট শব্দে এবং পাথরের গুঁড়ো ওড়ার ফলে এলাকার জনমানুষ দূর্ব্বিহ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। পাথরের গুঁড়োর কণা শ্বাস-প্রশ্বাসে চরম সমস্যায় সৃষ্টি করছে এবং অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এলাকার মানুষ রেলের স্টেশন মাস্টারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জনবসতি পূর্ণ এলাকার বাইরে ডাম্পার থেকে পাথর নামানো ও রেলের ওয়াগনে তোলার ব্যবস্থা করা হোক। রেল এলাকার মানুষের দাবি না মানলে, তাঁরা রেল লাইন অবরোধ করবেন বলেও হুমকি দিয়েছেন।

জেলায় তৈরি হবে একশোটি অঙ্গনওয়াড়ি ভবন

গর্ভবতী মহিলা থেকে প্রসূতি ও শিশু সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে

খায়রুল আনাম

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সরকারি নানা প্রকল্প ঘোষিত হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত প্রসবকালীন শিশু মৃত্যুর হারকে খুশো নামিয়ে আনার যে সব প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, তা বহু সময় মুখ থুবড়ে পড়ে। একশো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশুর জন্মের জন্য সরকারি খরচে মাতৃযানের মাধ্যমে প্রসূতিদের সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ও আসা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলা থেকে শুরু করে শিশুর জন্মের পরে মা ও শিশুকে বিনামূল্যে পুষ্তিকর আহার দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। যে সব জায়গায় নিজস্ব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই, সেইসব জায়গায় কোথাও গাছতলায় আবার কোথাও বা কোনও ব্যক্তির জায়গায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি চলছে। এনিয়ে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিয়ে



জেলা বীরভূমে এই মুহূর্তে যে ৫ হাজার ১৯১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু রয়েছে, তারমধ্যে ৩ হাজার ৭২৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব কেন্দ্র রয়েছে। অর্থাৎ, ১ হাজার ৪৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব কোনও গৃহ নেই। যার অর্থই হলো

প্রতিকৃতি
PRATIKRITI
NEW PRODUCTION 2022-23
আর্জি ২৩ মার্চ সৃজাতাসদন ৬।।
শেষ অংক
(Last Act)
নাটক/দিলে: আলোক দেব
যোগাযোগ : 9433538345

পুরসভায় অন্তত ৫০০০ চাকরি বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি— ইডির তরফে শান্তনু ঘনিষ্ঠ অয়নকে জেরা করে বেরিয়ে আসছে একের পর্ব এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, কলকজ স্ট্রিটে প্রিন্টিং সংস্থায় তৈরী করা হতো গুএমআর সিটি, প্রম্ম পত্র তৈরী করা থেকে পরীক্ষায় পাশ করানো সব দায়িত্বে ছিলেন অয়ন শীল। ২০১২ এবং ২০১৪-র TET-এ বহু অযোগ্য প্রার্থীকে পাস করিয়ে দিয়ে, প্রায় ১০০ কোটি টাকা ভুলেছিলেন অয়ন শীল। মঙ্গলবার আদালতে রিমান্ড লেটাের এই দাবি করল ইডি।

একের পর এক গ্রেফতারি। আর তারই সঙ্গে জটিল সম্পর্কের উদঘাটন! কার সঙ্গে সঙ্গে কে জড়িয়ে তা বুঝে ওঠা দায়।। পাঠ্য-কুন্তল-শান্তনু-মানিক-অয়ন... নিয়োগ দূর্নীতিতে সব যেন মিলে মিশে এক। ২০১৪-র পর এবার ED-র স্ক্যানারে ২০১২-র TET-ও। মঙ্গলবার মানিক ভট্টাচার্য ও তার স্ত্রী ও হেলেনকে আদালতে পেশ করে রিমান্ড লেটাের ED-র তরফে দাবি করা হয়েছে, ধৃত কুন্তল ঘোষের বদামন থেকে জানা গেছে যে, ২০১২ এবং ২০১৪-র TET-এ বহু অযোগ্য প্রার্থীকে পাস করিয়ে দিয়ে, তাঁদের থেকে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ভুলেছিলেন অয়ন শীল।

খড়গপুরে লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে কবিতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ মার্চ— পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে খড়গপুর দুর্গামন্দির সভাগৃহে মঙ্গলবার মহা সমারোহে উদযাপিত হলো বিশ্ব কবিতা দিবস।

বিশিষ্ট কবি আরণ্যক বসু অনবদ্য বক্তব্য ও স্মরণিত কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে অন্তষ্ঠানের উজ্জাধনী বক্তব্য রাখেন। সাহিত্যিক কৌশিক দাশগুপ্ত প্রাদঙ্গিক বক্তব্য রাখেন ও জেলা সম্পাদক কামরুজ্জামান বিশ্ব কবিতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এদিন সংগঠনের পত্রিকা শব্দের মিছিল প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত ‘রিগত ত্রিশ বৎসরের অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কবিগণের কবিতার নির্বাচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতার গান, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। সাহিত্যিক বিমল গুড়িয়া, রাধারথী পাল, তারাস্বন্দর বিশ্বাসকে নিয়ে গড়া সভাপতিমণ্ডল লী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠান সুন্দর হয়েছিল। তারা সে বিষয়েও সরকারি পর্ব্বায় আলোচনা শুরু হয়েছে।

কিনে কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরী করা হয় না। এই নিয়মের গোঁড়ায় পড়ে বহু জায়গায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরী করা সম্ভব না হওয়ার কারণেই ব্যক্তিগত বাড়ি বা ফাঁকা জায়গায় নীচে অলসক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলছে। এই গৃহহীন ১ হাজার ৪৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে সরকারিভাবে মাত্র ১০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গৃহের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা গিয়েছে। ওইসব জায়গায় এবার ১০০টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরী হবে। যার অনিবার্য পরিণতিতে জেলায় এই বর্ষাভেও ১ হাজার ৩৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কারও ব্যক্তিগত বাড়ি বা ফাঁকা আকাশের নীচেই ওই কেন্দ্রগুলি চলবে। তবে, বর্ষায় যাতে গৃহহীন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি এলাকার প্রাথমিক বা হাইস্কুল এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় যদি সরকারি কোনও ভবন থাকে, তাহলে সেখানে চালানো যায় কী না সে বিষয়েও সরকারি পর্ব্বায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।



তিস্তা একটি কাঁটা

তিস্তা ভারত ও বাংলাদেশের সুসম্পর্কের মধ্যে একটি কাঁটা হয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন। যদিও বাংলাদেশের দাবি ন্যায়সঙ্গত। ভারতও তিস্তার জলবন্টনের একটি সৃষ্ট সমাধান চায়। কিন্তু কাঁটাটা বিধে রয়েছে অন্য জায়গায়। এই ইস্যুটা দীর্ঘদিন হল ঝুলে রইলেও, ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বের, সহযোগিতার বন্ধন এখনও পর্যন্ত দুটাই রয়েছে। বাংলাদেশ তিস্তার জলের একটি অংশ চায়, কারণ বাংলাদেশে শুণা মরসুমে—মার্চ থেকে মে— জলের তীব্র টান পড়ে। ফলে চাষবাসের পক্ষে তা অন্তরায় হয়। ভারতও বাংলাদেশের এই দাবিকে অস্বীকার করছে না। কিন্তু মীমাংসা হতে গেলে যে সহযোগিতার প্রয়োজন, তা অন্য জায়গায়। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তি, যেহেতু তিস্তার জল যা শুণা মরশুমে দারুণভাবে হ্রাস পায়, তার থেকে একটি অংশ বাংলাদেশের জন্য ছেড়ে দিলে, উত্তরবঙ্গে পানীয় জল এবং চাষের সম্ভট দেখা দেবে।

তিস্তা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে এই হল এখনকার অবস্থা। কিন্তু সম্প্রতি একটি খবর শুনে চরম অস্বস্তিতে বাংলাদেশ। খবরটি হল, তিস্তার পশ্চিম পাড়ে এক হাজারের মতো জমি জলপাইগুড়ির জেলা প্রশাসন রাজ্যের সেচ দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে। বাংলাদেশের আশঙ্কা, এর ফলে তিস্তার জলপ্রবাহ আরও হ্রাস পাবে। বিষয়টি কতটা সত্যি, তা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার নয়াদিল্লির ব্যাখ্যা চেয়েছে। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেছেন, তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে এখনও কোনও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। বিষয়টি নিয়ে একটা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে মাত্র। এই অবস্থায় যদি তিস্তার জমি পশ্চিমবঙ্গের সেচ দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে। তাই এ ব্যাপারে নয়াদিল্লি কতটা জানে, তা জানতে চায় হাসিনা সরকার। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপের কথা চাকা ভালবে। এমনকী এমন কথাও ঢাকা বলেছে যে আগামী সপ্তাহে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপঞ্জের জল সফ্মেলনের আলোচ্য সূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

খবরে আরও জানা যায়, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে তিস্তা ও জলঢাকা নদীদ্বয়ের জম যাতে আরও বেশি করে কৃষিকাজের জন্য পাওয়া যায় তার জন্য দুটো খাল কান্ডার জন্য প্রায় হাজার একর জমি এই মাসেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সেচ দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে। প্রায় ৩২ কিলোমিটার খাল কেটে জলঢাকা ও তিস্তাকে সংযুক্ত করে এই কাজ করা হবে। যদিও এটা বাস্তবায়িত করতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন পড়বে।

বিষয়টি ঢাকাকে ভাবাচ্ছে। তাই নয়াদিল্লির এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছে। তবে ভারতের জলসম্পদ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাঁরাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রকল্প নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। অথচ বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতীয় সবদল মাধ্যমে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পরই তারা নড়েচড়ে বসেছে।এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে প্রকল্পটি ঠিক কী।

বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন এই বছরেই অনুষ্ঠিত হবে। তার জন্য শাসকদল আগুয়ামি লিগ নির্বাচনী আসরে অনেক আগের থেকেই নেমে পড়লো। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি সম্প্রতি জানিয়ে দিয়েছে তারা আগুয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় থাকলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। এই দল ও তার জোটসঙ্গী দাবি করেছে একটি নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন সম্পন্ন হোক, যে সরকারে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু হাসিনা সরকার সে দাবি মানতে নারাজ।

নির্বাচনে বিনপন ছাড়াও অন্যান্য বিরোধী দল অভিযোগ জানিয়েছে, হাসিনা সরকার অত্যন্ত নরম মনোভাব নেওয়ার জন্য তিস্তার জল বণ্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে এখনও কোনও চুক্তি হয়নি। তিস্তা ইস্যুটি নিয়ে বিরোধী দলগুলি যাতে ভোটের বাজার গরম না করে তার জন্য তৎপর হাসিনা সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দফতর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা তিস্তা সমস্যা আরও জটিল করে তুলবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই যোজ্ঞা করে দিয়েছে, তিস্তার জলের ভাগ তারা কোনওভাবেই ছাড়বে না। হাসিনা সরকারের নয়াদিল্লির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। এই বছরেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে আসার কথা আছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, তিস্তার খুলতে পারে যদি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা নিয়ে যে অবস্থান নিয়েছেন, তা যদি পাল্টান। তিনি বলেছেন, উত্তরবঙ্গে পানীয় এবং চাষের জলের সম্ভট সৃষ্টি করে তিনি কিছুতেই তিস্তার জলের একটি অংশ শুণা মরসুমে বাংলাদেশের জন্য পাঠাবেন না। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কাজ তিনি করতে পারেন না। তিস্তার জট এই কারণেই খোলা যাচ্ছে না। অথচ ইস্যুটি দুই দেশের মধ্যে একটি তিজতা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট।



বনজ পণ্য পরিবহণের অপ্রতুলতা

স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থার প্রত্যুত্তর কারণে উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ বনভূমিজাত পণ্যগুলি বাজারে আনা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত ধীরগতির এবং এমন চলতে থাকলে কানওপারের বাজার ধরা খুবই মুস্তিব বল বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। কেবল একটি মিটার গেজ ট্রেনই পণ্য পরিবহণে কিছু গতি আনতে সক্ষম হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট এলাকার ওপর দিয়ে ভ্রমণ করে উত্তরভারতের প্রধান জংশন স্টেশনে হাজির হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট যুক্ত প্রদেশে এলাকায় সরকার তিনটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকাজ উন্নয়নের অনুমোদন দিয়েছে।

সায় হারকোট বাটলার জানিয়েছেন এজন্য বহু সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। এজন্য কানওপুরে অবিলম্বে একটি কৃষি মহাপিদালয় স্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

জাদুকর পকেটমার

থেকে সাবধান

সিআইডি বা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট পাহারায় উদ্দেশ্যে এক জাদুকর সাক্ষরতার থেকে সাবধান হওয়ার সতর্কবার্তা জারি করেছে। মুর্শিদাবাদের সম্ভ্রতি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে উপস্থিত দর্শকদের প্রায় সকলেরই পকেট থেকে অর্থ খোয়া যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয় পুলিশে। জাদুকরটি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে শর্করের উদ্দেশ্যে একটি গোখরো সাপ ছুড়ে দেয়। ছোড়েখড়িতে একটি লোকের কপালে বাঁধা অস্ফটিক টাকার থলেটি পড়ে যায়। জাদুকরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি সহযোগীরা মধ্যে একজন ছুরিত গতিতে সেই পড়ে যাওয়া টাকার থলিটি কুড়িয়ে নেয় বলে সন্দেহ। কারণ তারাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেই পড়ে গিয়েছিল।

জাদুকর পকেটমার থেকে সাবধান সিআইডি বা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট পাহারায় উদ্দেশ্যে এক জাদুকর সাক্ষরতার থেকে সাবধান হওয়ার সতর্কবার্তা জারি করেছে। মুর্শিদাবাদের সম্ভ্রতি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে উপস্থিত দর্শকদের প্রায় সকলেরই পকেট থেকে অর্থ খোয়া যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয় পুলিশে। জাদুকরটি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে শর্করের উদ্দেশ্যে একটি গোখরো সাপ ছুড়ে দেয়। ছোড়েখড়িতে একটি লোকের কপালে বাঁধা অস্ফটিক টাকার থলেটি পড়ে যায়। জাদুকরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি সহযোগীরা মধ্যে একজন ছুরিত গতিতে সেই পড়ে যাওয়া টাকার থলিটি কুড়িয়ে নেয় বলে সন্দেহ। কারণ তারাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেই পড়ে গিয়েছিল।

শিক্ষার অন্তর্জালি যাত্রার পথে এই বঙ্গের ভাবীকাল

প্রবীর মজুমদার

দেশের অন্যান্য রাজ্যে বাড়লেও এ বছর বাংলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গিয়েছে। এর আগে প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে দেখা যেত কয়েক শতাংশ করে বেড়েছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। তাহলে এবছর ছবিটা বদলে গেল কীভাবে? করোনার মতো মহামারির প্রকোপেই কি এই পতন? প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষামহলে। তবে করোনাকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। কারণ, অতিমারিতে বিপর্যস্ত অন্যান্য রাজ্যে গতবারের তুলনায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও তেমন হেরফের ঘটেনি, বরং কোথাও কোথাও তা বেড়েছে।

মাধ্যমিকা পর্যদের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে গত বছরের তুলনায় প্রায় চার লক্ষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। মাধ্যমিকে বসার জন্য যতজন ছাত্রছাত্রী নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিল, ফর্ম পূরণের সময় সেই সংখ্যাও কমে গিয়েছে প্রায় ২ লক্ষের মতো। শিক্ষা দফতরের দাবি, করোনাকালে পড়ানোনা ছেড়েছে বহু ছাত্রছাত্রী, যে সরকারের সংখ্যা হ্রাসের এটাই অন্যতম কারণ। কিন্তু শুধু তো বাংলা নয়, করোনার করাল গ্রাসে পড়েছিল গোটা দেশ, তথা সারা বিশ্ব। তাহলে অন্য রাজ্যগুলিতে ছবিটা এত আলাদা কেন?

আমাদের পড়শি রাজ্যে বাড়খণ্ডেই এবছর দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৭০ হাজার। গত বছরও প্রায় ৫ লক্ষের কিছু বেশি পড়ুয়া বাড়খণ্ডে এই পরীক্ষা দিয়েছিল। বাড়খণ্ডের মতো প্রত্যন্ত এলাকা, যেখানে নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের সমস্যা বেশি, সেখানে করোনাকালে কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে পরীক্ষার্থীরা? বাড়খণ্ড ও অ্যাকাডেমি কাউন্সিলের খবর অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকলেও পড়ুয়ারা যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যায় তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা নিয়েছিল স্কুলগুলি। ২০২০ সালে যারা মাধ্যমিক দেবে তাদের ওপর ছিল শিক্ষকের আলাদা নজর। ফলে বাড়খণ্ডে ‘ড্রপ-আউট’ বা স্কুলছুটের সংখ্যা কমেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। দক্ষিণের রাজ্য কেরলে ক্লাস ১০-এর বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হয়েছে ৯ মার্চ। গত বছর সে রাজ্যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪,২৬,০০০। এ বছর সেই সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩০,০০০। তবে সুপ্রখ্যর, এর বা়র দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা দিচ্ছে ১৫ লক্ষেরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। সেরাজ্যেও এ বছর বেড়েছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। তবে বিহারের সমস্যাটা অন্য। পড়ুয়ারের সংখ্যা বাড়লেও করোনাকালে স্কুল বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা হয়ে গেছে উদ্ভিন্ন নির্ভর ওড়িশাওয়েও এবছর বেয়েছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এবছর প্রায় ৬ লক্ষ পড়ুয়া সে রাজ্যে দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় বসবে।

বাঙ্গ এই হ্রাসের যুক্তি দেখতে গিয়ে পর্যদের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ২০১৭ সালে বঙ্গের বিধিনিষেধের কারণে ষষ্ঠ শ্রেণিতে অনেক কম পড়ুয়া ভর্তি হয়েছিল। তারাই এবার মাধ্যমিক দিচ্ছে। ফলত সংখ্যাটা এত কম। তবে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। তাছাড়া, দশম শ্রেণিতে টেস্টের কড়াকড়িতে অনেকেই পাশ করতে পারেনি। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম যাওয়ার সেটাও একটা বড় কারণ। তবে শিক্ষক শিবিরের একটি বড় অংশের দাবি, যথাযথ নজরদারির অভাবে এ রাজ্যে অনেকটাই বেড়েছে স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা। একারণেও কমেছে মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।

সত্যি বলতে কী সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি রাজ্যের নিদারুণ অবহেলা, বিশেষায় শুদাসীন্য বৃকে কাঁপন ধরিয়ে যায়। রোজ একটু একটু করে চোখের সামনে নিছপুে একটি মনে মরে যায়। ‘দ্য প্যাওয়ার অফ আ গভার্নমেন্ট লাইজ অন পিপলস ইগনোরেন্স’-এর পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রাণসম শুণ্বে শুকনো খোলার মতো একটি প্রজন্মকে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এই মমর।

করোনার সেই সময়টাই ধরুন। দীর্ঘ প্রায় দু’বছর বন্ধ-রুদ্ধ পড়ে রইল এ রাজ্যের সমতল, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গলভূমে ছড়িয়ে কাজে হাজার হাজার স্কুল। কল্যাণকামী রাষ্ট্রভাবনার নিরিখে নয়, বিদ্যালয়গুলি তিল তিল করে গড়ে উঠেছে মানুষের শ্রম আর আগামীর স্বপ্নে। শহরের সরল অংশ গেল অ্যান্ড্রয়েডের অনলাইন ক্লাসে। জঙ্গল, গ্রামের রাত বড় নিশুতো। একবেলা ধারার ভূটলেও তাই দুশে পিতা হাতে ধরে সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দেয়, দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করা শিশুটির স্বর থেকে গেলে

‘সে’ গুলয়েডের দুনিয়া’ বিভাগে পরিচালক তরুণ মজুমদার ‘স্মরণে অববিন্দ যোয়ের’ নিবন্ধ (‘নীতি’র চলচ্চিত্র যোদ্ধা তরুণ মজুমদার’, ১১ মার্চ, ২০২০)-টি পড়ে আশ্রুত হলোম। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই, তরুণবাবুর অন্যতম সেরা ছবি ‘কাঁচের স্বর্ণ’ সম্প্রতি ৬০ বছর পূর্ণ করল। ‘যাত্রিক’ পরিচালিত এই ছবিই ১৯৬৩ সালে সেরা বাংলা চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়ে। আর ক্যামেরার পেছনে তরুণবাবু পরোয়া করলেন না নায়ক কে হচ্ছেন তা নিয়ে। উত্তমকুমারকে বাদ দিয়ে, নায়ক হলেন ‘যাত্রিক’ গোষ্ঠীর দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সিনেমা ও শিশুদাঁড়া যৌথভাবে দাঁড়াল। ছবির আদর্শ প্রয়োজনে, পরিচালকের কাছে যা ঠিক, তাই করলেন। ব্যবসার কথা ভাবলেন না, প্রাধান্য পেল ছবি, এবং সেটাই ওঁর কাজে ধরার পেয়ে গিয়েছে। একটি সত্য থাকলেই যাত্রিক ‘কাঁচের স্বর্ণ’ গড়া হল। ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ সালে রূপবাণী-অরুণা-ভারতী চিত্রগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ‘কাঁচের স্বর্ণ’। মানুষের অসহ্যতার গল্প এভাবেও যে বলা যায়, এ ছবি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সে ভাগুরের কাছে বাববার মাথাত করেছে, কখনও মড়ো এসে পাশ থেকে প্রিয়জনকে ঘুমের মধ্যে তুলে নিয়ে গিয়েছে, কখনও আবার জীবজন্তুরেই বিস্মৃতির মাঝে দম আটকে জেঁকেছে, সেও মৃত্যুই বটে। এসবের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করার নামই জীবন। ছবিতে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন



এমনিতেই দুর্গম ওই এলাকায়

৩০ জন ছাত্র পাওয়াই দুক্ষর।

এলাকায় জনবসতি এমনিতে

কম, এক জায়গা থেকে

আরেক জায়গায় যাওয়া

অসম্ভব কষ্টসাধ্য, বর্ষায়

পাহাড়ি পথ আবার অগম্য

হয়ে ওঠে। ফলে এক স্কুল বন্ধ

হলে অন্য দূরের স্কুলে যাবার

উপায় থাকছে না। এখানেও

৭০০-র বেশি স্কুল তুলে

দেবার পরিকল্পনা সরকারের।

তেমন হলে বক্সা পাহাড় হয়ে

পড়বে স্কুলশূন্য। ‘রাইট টু

এডুকেশন অ্যাক্ট’কেও মান্যতা

দিচ্ছে না সরকারের এই

পরিকল্পনা, যেখানে স্পষ্ট বলা

আছে ব কিমির মধ্যে একটি

প্রাথমিক স্কুল থাকা

ব্যাপ্যতামূলক।

স্বাধীনতা পরবর্তী দেশে অসংখ্য শিক্ষা কমিশন গঠন হয়েছে, একের পর এক শিক্ষার অধিকারের আইন, মিড-ডে মিলের রমরমা, কেউ এককটি এগিয়ে সাইকেল ছাটা জুতো। অথচ পাল্লা দিয়ে রাজ্যের নিদারুণ অবহেলা, বিশেষায় শুদাসীন্য বৃকে কাঁপন ধরিয়ে যায়। রোজ একটু একটু করে চোখের সামনে নিছপুে একটি মনে মরে যায়। ‘দ্য প্যাওয়ার অফ আ গভার্নমেন্ট লাইজ অন পিপলস ইগনোরেন্স’-এর পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রাণসম শুণ্বে শুকনো খোলার মতো একটি প্রজন্মকে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এই মমর।

করোনার সেই সময়টাই ধরুন। দীর্ঘ প্রায় দু’বছর বন্ধ-রুদ্ধ পড়ে রইল এ রাজ্যের সমতল, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গলভূমে ছড়িয়ে কাজে হাজার হাজার স্কুল। কল্যাণকামী রাষ্ট্রভাবনার নিরিখে নয়, বিদ্যালয়গুলি তিল তিল করে গড়ে উঠেছে মানুষের শ্রম আর আগামীর স্বপ্নে। শহরের সরল অংশ গেল অ্যান্ড্রয়েডের অনলাইন ক্লাসে। জঙ্গল, গ্রামের রাত বড় নিশুতো। একবেলা ধারার ভূটলেও তাই দুশে পিতা হাতে ধরে সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দেয়, দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করা শিশুটির স্বর থেকে গেলে

‘সে’ গুলয়েডের দুনিয়া’ বিভাগে পরিচালক তরুণ মজুমদার ‘স্মরণে অববিন্দ যোয়ের’ নিবন্ধ (‘নীতি’র চলচ্চিত্র যোদ্ধা তরুণ মজুমদার’, ১১ মার্চ, ২০২০)-টি পড়ে আশ্রুত হলোম। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই, তরুণবাবুর অন্যতম সেরা ছবি ‘কাঁচের স্বর্ণ’ সম্প্রতি ৬০ বছর পূর্ণ করল। ‘যাত্রিক’ পরিচালিত এই ছবিই ১৯৬৩ সালে সেরা বাংলা চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়ে। আর ক্যামেরার পেছনে তরুণবাবু পরোয়া করলেন না নায়ক কে হচ্ছেন তা নিয়ে। উত্তমকুমারকে বাদ দিয়ে, নায়ক হলেন ‘যাত্রিক’ গোষ্ঠীর দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সিনেমা ও শিশুদাঁড়া যৌথভাবে দাঁড়াল। ছবির আদর্শ প্রয়োজনে, পরিচালকের কাছে যা ঠিক, তাই করলেন। ব্যবসার কথা ভাবলেন না, প্রাধান্য পেল ছবি, এবং সেটাই ওঁর কাজে ধরার পেয়ে গিয়েছে। একটি সত্য থাকলেই যাত্রিক ‘কাঁচের স্বর্ণ’ গড়া হল। ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ সালে রূপবাণী-অরুণা-ভারতী চিত্রগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ‘কাঁচের স্বর্ণ’। মানুষের অসহ্যতার গল্প এভাবেও যে বলা যায়, এ ছবি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সে ভাগুরের কাছে বাববার মাথাত করেছে, কখনও মড়ো এসে পাশ থেকে প্রিয়জনকে ঘুমের মধ্যে তুলে নিয়ে গিয়েছে, কখনও আবার জীবজন্তুরেই বিস্মৃতির মাঝে দম আটকে জেঁকেছে, সেও মৃত্যুই বটে। এসবের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করার নামই জীবন। ছবিতে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন

পরগনার হাসনাবাদের ১৬টি উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা ১১৭ জন, প্রতিটি স্কুলে গড়ে ৭ জন। তাও ধরেবৈধে, কাকুতি-মিনতি করে পড়ুয়া আনতে হয়েছে। কোনও স্কুলে পড়ুয়াই নেই কারণ শিক্ষকই নেই। অতিথি শিক্ষক দিয়ে, প্রাথমিকের শিক্ষক তুলে এই স্কুলে পাঠিয়ে কাজ চালানোর মরিয়া চেষ্টা হয় এবং বার্থ হয়। এ ছবি গোটা রাজ্যের।

পরিকাঠামোহীন চরম অব্যবস্থা। অপ্রতুল ক্লাসঘর। একটি কক্ষে সমস্ত ক্লাস চলছে, কোথাও আবার স্কুলবাড়িটিই নেই। একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক জানাচ্ছেন, গ্রামের মন্দিরে ক্লাস নেওয়া হত। মন্দিরটির সংস্কারের সময় বাধা হয়ে গাছের তলায় কিছুদিন। তারপর কেউ আর এল না, স্কুলটি ভুলে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের কোনও দৃষ্টান্ত নেই, শিক্ষকরা আদৌ ঠিকমতো পড়াচ্ছেন কিনা মাপকাঠি নেই, প্রধান শিক্ষক ব্যতিব্যস্ত চাল-দুলারের হিসেবে, পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতি এত জটিল আর আশ্চর্যলব্ধ যে শেষ পর্যন্ত তা খাতায় কলমেই থেকে গেছে।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির বেসামাল অবস্থায় প্রকট হয়েছে আরেক গভীর অসুখ। বিস্তৃত বিচারব্যবস্থাকে হতে হচ্ছে অতি সক্রিয়। বিচারপতিদের কেউ কেউ এমন মন্তব্য করছেন তাতে বোঝা যায় শিক্ষাক্ষেত্রের এই বিবিধ নৈদোদশ সম্পর্কে তাঁরাও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। ৩০ জন শিক্ষার্থীর কম সংখ্যক স্কুলগুলি তুলে দিলে উদ্ভূত শিক্ষক নিয়োগের নিদান দেওয়া হচ্ছে সম্ভটে ভোগা স্কুলগুলিতে। সেই অনুযায়ী শিক্ষা দফতর নেমে পড়েছে কোমর বেঁধে। এমন ৮২০৭টি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের তালিকা তৈরির কাজ সমাপ্ত। সবচেয়ে বেশি স্কুল বন্ধ হচ্ছে নদিয়া জেলায় ১১০০, কলকাতায় ৫৩১, উত্তর চব্বিশ পরগনায় ৫৩৮, বীরভূমে ৮৮৬, বীরভূম ৩২০, দার্জিলিং ৪১৮, হুগলি ৩০৩, হাওড়া ২৭৩, জলপাইগুড়ি ২১৬, ঝাড়গ্রাম ৪৭৮, কালিঙ্গং ৩১২, মালদহ ১৪৬, মুর্শিদাবাদ ৩২৬। এই স্কুলগুলি থেকে উদ্ভূত শিক্ষক সংখ্যা হতে পারে ২৫,০০০-২৮,০০০। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে আগামীতে নতুন নিয়োগের কোনও সম্ভাবনা রইল না। কিন্তু এটা যদি সহজ সমাধান হত সমস্যা ছিল না। কথা হল, শেষ দশ বছরের কথা যদি ধরা যায় ছাত্রসংখ্যা কমেছে ধারাবাহিকভাবে। খোদ শিক্ষা দফতরের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০১২ সালে মোট স্কুলে সংখ্যা ছিল ৭৪,৭১৭। ২০২২-এ এসে দাঁড়িয়েছে ৬৭,৬৯৯। একটি জেলা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ১৩টি ব্লকেই স্কুল উঠে গেছে ১১৯২টি। এছাড়াও অন্যান্য জেলায় আলাদা আলাদা পরিসংখ্যান রয়েছে। বিপর্যয় নেমে আসছে পাহাড়ের স্কুলগুলিতে। এমনিতেই দুর্গম ওই এলাকায় ৩০ জন ছাত্র পাওয়াই দুক্ষর। এলাকায় জনবসতি এমনিতে কম, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া অসম্ভব কষ্টসাধ্য, বর্ষায় পাহাড়ি পথ আবার অগম্য হয়ে ওঠে। ফলে এক স্কুল বন্ধ হলে অন্য দূরের স্কুলে যাবার উপায় থাকছে না। এখানেও ৭০০-র বেশি স্কুল তুলে দেবার পরিকল্পনা সরকারের। তেমন হলে বক্সা পাহাড় হয়ে পড়বে স্কুলশূন্য। ‘রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট’কেও মান্যতা দিচ্ছে না সরকারের এই পরিকল্পনা, যেখানে স্পষ্ট বলা আছে ১ কিমির মধ্যে একটি প্রাথমিক স্কুল থাকা ব্যাপ্যতামূলক। ফলে প্রথমে অব্যবস্থা করে স্কুলে ছাত্র কমাও, পরে সেই অজুহাতে স্কুলগুলি তুলে দিতে থাকে। এই কালানুক্রমটা বোঝা দরকার। আগামীতে শিক্ষক কেবল উদ্ভূত হতে থাকবেন, এমন সম্মু দূরে নেই কোন শিক্ষক তো আছে কিন্তু পড়়বার মতো ফলনও স্কুল আর অবশিষ্ট নেই। বেসরকারি স্কুলের রমরমার চোখ ধাঁধানো আলোয় শিক্ষা নেবে আমাদের একটি সচ্ছল অংশ, আর শিক্ষারীক্ষারই, অভাব-হারিরের অন্য় আধারে হারিয়ে যাবে বিপুল একটি সংখ্যা।

সবটাই তো অন্ধকার নয়। একেকজন শিক্ষক স্কুল অজুহাত হলে। ছাত্রছাত্রী, স্কুল প্রাঙ্গণকে ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে আসেন। চমকবার বারী সন্ধান প্রতিটি ক্লাসরুম, দেয়ালে মনীষীদের বাণী, ছবিতে, গড়ে, অক্ষর শোষণ সহজ আর মানদিক উপায়, মিড-ডে মিলের সুব্যবস্থা, পরিদ্বার জলের টাপ, বাথরুমে ব্লিচিং। স্কুলের মাটিতে হেরক ফুলাগাছ লাগান, আলোর মান দ ফুটে থাকে তারা। নানা রকমের সবজি ফসল হয়, দ্বিপ্রাধরিক আহারে টাটকা তরিতরকারি পান্য বাছারা। অনেক যত্নে মাটি কোপান, জল সিঞ্চন করেন। কিন্তু দুর্লভ এই পরিসরটুকুও ক্রমে সচ্ছৃতিত হয়ে আসছে।

সবটাই তো অন্ধকার নয়। একেকজন শিক্ষক স্কুল অজুহাত হলে। ছাত্রছাত্রী, স্কুল প্রাঙ্গণকে ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে আসেন। চমকবার বারী সন্ধান প্রতিটি ক্লাসরুম, দেয়ালে মনীষীদের বাণী, ছবিতে, গড়ে, অক্ষর শোষণ সহজ আর মানদিক উপায়, মিড-ডে মিলের সুব্যবস্থা, পরিদ্বার জলের টাপ, বাথরুমে ব্লিচিং। স্কুলের মাটিতে হেরক ফুলাগাছ লাগান, আলোর মান দ ফুটে থাকে তারা। নানা রকমের সবজি ফসল হয়, দ্বিপ্রাধরিক আহারে টাটকা তরিতরকারি পান্য বাছারা। অনেক যত্নে মাটি কোপান, জল সিঞ্চন করেন। কিন্তু দুর্লভ এই পরিসরটুকুও ক্রমে সচ্ছৃতিত হয়ে আসছে।

মতো কাজ হত, এত লোকের ভিড়ে তাকে বোধহয় কেউ চিনতে পারেনি।’ সঙ্গে সঙ্গে মোরগাখিউঁথ থেকে ভেসে আসে গান, ‘সেইগুলি যার সোনার খাঁচায় রইল না, রইল না, দৈই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।’ হঠাৎ করে এমন ইন্ডিপেন্ডেন্টাল মিউজিকের ব্যবহার যেন এক রকমের জটিলিতির চাহিদাকে পরিপূর্ণ করে তোলে। দ্বিঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটিকে তরুণবাবু এমন সুন্দ্বতায় বিবাদমুখর করে তুলেছিলেন, তাঁর দুখানো বাঁহা চাকরির জন্য আজকের হনো হয়ে যোরা যুবকের মনকেও সিক্ত করে তুলবে। ভুলে গেলে চলবে না, ছবিটি তৈরি পাহাড়ি আজ খোঁচা যল বৃহা রইল না। এই গান শুধু শ্রবণ-অভিজ্ঞতাকে তৃপ্ত করে না, দেখার মধ্যেও হায্যকারের অনুরণন করে থাকে। ‘স্বপন দেখে যেন তারা কার আশে / পেয়ে আমরা ভাড়া খোঁচার চারপাশে’ গানের এই সঞ্চর্যটিতে নায়কের হাথে যাওয়া বাস্তব হয়ে ওঠে। তারপরই শোনা যায়, ‘এত বেদন হয় কি ফাঁকি / ওরা কি সব ছায়ার পাখি / আকাশ-পারে কিইউ কি গো বইল না।’ এটি সেই জীবনের ছবি, উঠে দাঁড়ানো, হার না মানার গল্প, স্বর্ণ রচনার ইচ্ছেটি লালন করার কাহিনি, বহু মানুষের জীবন সংক্রান্ত ছোটখাটো বিশ্বাসগুলিকে সম্বন্ধ করছে। চরিত্রগুলির মানসিক ধুরসতা কম তাই সাদা-কালো পরিবর্তনের জটিলতা কম। কিন্তু কোথাও আপামর জনগণকে কাজে এই কাহিনি আপন হয়ে উঠল, চরিত্রের ব্যাখা নিজের ব্যাখা হল। পাশ না-করা সেই মেধাবী সার্জনের পাশে দাঁড়ালেন দর্শক। এটাই অব্যেক্ষিষ্ট একটা ছবি। ‘কাঁচের স্বর্ণ’ও তাই সফল।

গুণ্ডায় সাহা, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

দেশবন্ধুর সাহিত্যপ্রীতি

রাজু পারাল

তাঁর মৃত্যুতে কবিগুরু লিখেছিলেন – ‘এনেছিল সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ / মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান’।

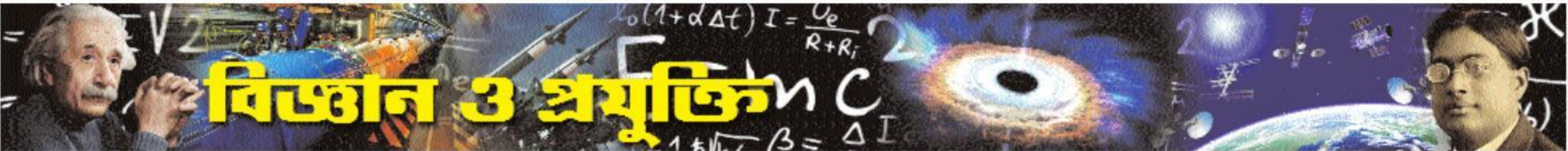
পরানী দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছিলেন তিনি। দেশবাসীর কাছে তিনি পরিচিত ‘দেশবন্ধু’ আখ্যায়। দেশের কল্যাণে, জনগণের সেবায় নিজের সর্বশ্ব তাগ করে জীবনযাপন করেছিলেন মানুষটি। একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গসাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যসাধনার মধ্যে দিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন সত্যকে। আর সেই কাজে তিনি যে বহুলাংশে সফল হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। ১৯২৫ সালের পটিনা সাহিত্য পরিষদ কক্ষে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর তৈলচিত্রের অবরণ উন্মোচন উপলক্ষে সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন– ‘আপনার রাজনীতির ক্ষেত্রে আসিতে পারেন নাই বলিয়া দৃগ্ধ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ক্ষেত্রেই কারণ নাই। আমিও সাহিত্য সেবায় জীবন অতিবাহিত করিব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম, ঘটনাচক্রে এক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। নতুবা সেই পথই অবলম্বনীয় হইত।’

আশৈশব নিজেকে সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন রেখেছিলেন চিত্তরঞ্জন। কল্যা অর্পণা দেবী এক স্মৃতিচারণায় বলেন– ‘তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়স থেকেই তাঁর কাব্যানুরাগ দেখা যায়—জাতির সাহিত্য ভাণ্ডারে তিনি যা দান করে গিয়েছেন তাঁর কর্মফল রাজকৈকি জীবনের ফাঁকে ফাঁকে, তা বড়ো কম নয়। পিতৃদেয়ের ঘটনাবল্ধল জীবন হয়ে যদি সংগীত ও সাহিত্যসেবাকে আলাদা করে নেওয়া হয় তবে যে গভীর শূন্যস্থান দেখা যাবে তা অপরূপীয়।’

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি চিত্তরঞ্জন প্রসঙ্গে বলেছেন– ‘তখন আর একজন সাহিত্যের উদ্যোগী হিতৈষী কর্মী ছিলেন। তিনিও বিলাতে যান। সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে সাহিত্যের জন্য গদা-গদা রচিয়া ছাড় হইতে, সুরেজ হইতে, মাসিহি হইতে ডাক দিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া মায়াছিল ফুলের চাষ করিয়াছিলেন, তারপর আইনের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন।’

ত্রৈ অনভূতিসম্পন্ন ও কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি চিত্তরঞ্জন দাশ যে কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবেন তা বলাই বাহুল্য। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘স্বাধীনতা হীনাত্য’কে বাঁচিতে চায় হে’ এবং কবি হেমচন্দ্রের ‘ভারত সঙ্গীত’ কবিতা দুটি আবৃত্তি করতে করতে ছাত্রজীবনেই তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে দেশে স্বাধীন করার স্বপ্ন। অনুরাগী হয়ে পড়েন দেশোন্মাদকে কবিতা ও গানের। বাংলা সাহিত্যে জন্মায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ। সাহিত্যসম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা তাঁকে অভিভূত করত। রবি ঠাকুরের লেখাও পড়তেন। আর ছিলেন কিস্টন, শেলি ও ব্রাউনিংয়ের বড় ভক্ত।

ছাত্রজীবনে তিনি ‘নব্যভারত’, ‘সাহিত্য’ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পর্শে আসেন। বিলেত থেকে ফিরে ‘নির্মালা’, ‘মানসী’ পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। এই পর্বে তিনি জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের ‘খামবোয়ালী’ সভার সদ



বন্ধ হয়ে গেল দূরদর্শনের সব টেরিসট্রিয়াল চ্যানেল

অসীম সুর চৌধুরী	
	
সম্প্রচারের সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি। ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে প্রথম এর সম্প্রচার শুরু হয়। তবে এরও প্রায় ৩৪ বছর আগে লন্ডনে, পৃথিবীর প্রথম টিভি সম্প্রচারের সূত্রপাত। উনিশশো সত্তর দশক থেকে ভারতের অন্যান্য শহরে টিভি সম্প্রচার ছড়াতে শুরু করল। কলকাতায় প্রথম টিভি সম্প্রচার শুরু হয় ৯ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে।	
একনজরে দূরদর্শনের টেরিসট্রিয়াল টিভি	
<ul style="list-style-type: none">১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯— দিল্লিতে প্রথম দূরদর্শনের টেরিসট্রিয়াল টিভি সম্প্রচার শুরু হয়। ১৫ই আগস্ট ১৯৬৫— হিন্দিতে প্রতিদিনের সংবাদ চালু হয়। ২রা অক্টোবর ১৯৭২— ভারতের দ্বিতীয় শহর হিসাবে মুম্বইতে টিভি সম্প্রচার শুরু। ৯ই আগস্ট ১৯৭৫— কলকাতায় দূরদর্শনের উদ্বোধন।	<ul style="list-style-type: none">১৫ই আগস্ট ১৯৮২— ভারতে রঙিন টেলিভিশনের সূচনা। ১৫ই জুলাই ১৯৮৪— প্রথম হিন্দি টিভি সিরিয়াল ‘হামলোগ’-এর শুরু। ৯ই আগস্ট ১৯৮৫— দিল্লিতে দূরদর্শনের দ্বিতীয় চ্যানেলের সূচনা। ৩১শে অক্টোবর ২০২২—ভারতের সমস্ত টেরিসট্রিয়াল টিভি চ্যানেল বন্ধ (শুধু দিল্লির একটি চ্যানেল এক বছরের জন্য চালু থাকবে)।

গত ৩১শে অক্টোবর ২০২২ থেকে ভারতের সরকারি টিভি সংস্থা ‘দূরদর্শন’ তাদের সমস্ত টেরিসট্রিয়াল চ্যানেল বন্ধ করে দিল। শুধু দিল্লির একটি চ্যানেল আরও এক বছর বহাল থাকবে। তবে টেরিসট্রিয়াল বন্ধ হলে কী হবে, কেবল টিভি ও ডিটিএইচ টিভিতে দূরদর্শনের সমস্ত চ্যানেল যথারীতি দেখা যাবে। ১৯৯০ দশকের শেষ দিক থেকে যেভাবে টেরিসট্রিয়াল টিভির জনপ্রিয়তা কমেতে কমেতে আজকের দিনে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, তাতে এই পরিণাম অবশ্যজ্ঞাবী ছিল। অথচ কয়েক দশক ধরে রাজত্ব করা এই টেরিসট্রিয়াল টিভির কথা শুনলে যীরা এখনকার বয়স্ক ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিরা রয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগই ‘নস্টালজিক’ হয়ে পড়বেন। উনিশশো সত্তর থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বাড়ির ছাদে শোভা পেত টেরিসট্রিয়াল টিভির ‘ইয়াগি’ অ্যান্টেনা। ছোট-বড় পাঁচটি অ্যান্টেনিয়ারমের দণ্ড আনুভূমিকভাবে লাগানো থাকত। সবচেয়ে প্রথমে তেঁকে রিস্ট্রেক্টর, যা দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড়। তারপর খাকত ‘ডাইপোল’। এরপর তিনটে অসমান দণ্ড পরপর থাকত, এরা হল ‘ডাইরেস্টর’। মোবাইল ও ইন্টারনেট নিয়ে মেতে থাকা এখনকার প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা এই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অ্যান্টেনা হয়ত চোখেই দেখেনি। এখনকার ৪-কে এইচডি টিভির দুর্দান্ত ছবির কাছে তখনকার বিরিবিরে সাদা-কালো ছবির তুলনা টানা বৃথা। যেন হিরের

কাছে বালুকা। কিন্তু সেই ম্যাডমেডে সাদা-কালো ছবি দেখার জন্য দর্শকদের মধ্যে ছিল তুমুল উদ্দামনা। সেইসময় কারো বাড়িতে টিভি থাকলে তাঁকে পাড়ায় বেশ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত। টিভিতে ভালো কোনও অনুষ্ঠান থাকলেই পাড়ার লোকেরা হামলে পড়ত সেই বাড়িতে। বেশিরভাগ টিভির মালিকই সেই অত্যাচার হাসিমুখে মেনে নিত। ঘরভর্তি লোকের মধ্যে ‘গ্রাইভেসি’ তখন জানালা গলে উঠাও। কিন্তু ‘গ্রাইভেসি’কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আতঙ্কিততা জিতে যেত। সারা পাড়ার লোকের সঙ্গে টিভির মালিকও মেতে থাকত ইন্সবেপল-মোহনবাগান বা উত্তম-সূচিত্রা নিয়ে। এত কিংবদন্তী মানুষ, জনপ্রিয় সিরিয়াল বা ঐতিহাসিক খেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই টেরিসট্রিয়্যাল টিভি, তা বলে শেষ করা যাবে না। রবিশংকরের সেতার, লতা মঙ্গেশকরের অনুষ্ঠান, সত্যজিৎ রায়ের ‘সদগতি’, শ্যাম বেনাগালের ‘ভারত এক খোঁজ’, দর্শকদের মধ্যে উদ্দামনা সৃষ্টি করা সিরিয়াল ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’, দিল্লির এশিয়ান গেমস, ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম বিশ্বজয়, মারাদোনার ঐতিহাসিক গোল-আরও কত কী!

কীভাবে কাজ করত এই টেরিসট্রিয়াল টিভি? কবে থেকে এটা ভারতে চালু হয়েছে? এই ব্যাপারগুলোই এখন আলোচনা করব। টেরিসট্রিয়াল টিভি হচ্ছে টেলিভিশন

কিন্তু তখন সাদা-কালো টিভির যুগ। রঙিন জগতে পদাণ্ড ঘটল ১৯৮২ সালের ১৫ই আগস্ট।

এবার দেখা যাক, কীভাবে টেরিসট্রিয়াল টিভি কাজ করে। টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলো তৈরি হওয়ার পর সেগুলোকে (ছবি ও শব্দ উভয়ই) বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে ট্রান্সমিটার বা প্রেরক স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে খুব বেশি কম্পাঙ্কের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কাঁধে চাপিয়ে এদের বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই বেশি কম্পাঙ্কের তরঙ্গগুলোকে ‘বাহক কম্পাঙ্ক’ নামে ডাকা হয়। আর টেরিসট্রিয়াল টিভির ক্ষেত্রে এদের মান চল্লিশ (৪০) মেগাহার্জের (১ মেগাহার্জ = ১০০০০০০ হার্জ) পর থেকে শুরু হয়। ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা থেকে ছড়িয়ে পড়া তরঙ্গগুলো সোজাসুজি আমাদের টিভির অ্যান্টেনায় এসে থরা পড়ে বলেই অনুষ্ঠানগুলো আমরা দেখতে পাই। একসময় প্রায় সমস্ত বাড়ির ছাদে এই ‘ইয়াগি’ অ্যান্টেনা শোভা পেত। উনিশশো নব্বই দশক পর্যন্ত সারা ভারতে ‘টেরিসট্রিয়াল’ টিভির মরমমা ছিল। সরকারি চ্যানেল ‘দূরদর্শন’ ছিল একমাত্র

এছাড়া আরও কিছু অসুবিধা, যেমন ছবির গুণমান ভাল না হওয়া, ইচ্ছেমতো নানা ধরনের চ্যানেল দেখতে না পাওয়া, ইত্যাদি কারণে টেরিসট্রিয়াল টিভির জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকল। আর সেই জায়গা দখল করল ‘কেবল টিভি’। শতাধিক চ্যানেল নিয়ে ভারতে কেবল টিভির আত্মপ্রকাশ ১৯৯২ সালে। সংবাদ, বিনোদন, খেলা ইত্যাদি যে কোনও চ্যানেল ইচ্ছেমতো দেখা যায় বলে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। এর আগে দর্শকরা দূরদর্শনের টেরিসট্রিয়াল টিভির মাত্র দুটো চ্যানেলই (কিছু জায়গায় তিনটে) দেখতে পেল। বর্তমানে ১৫০০-র বেশি টিভি চ্যানেল নিয়ে কেবল টিভি কর্তৃক বর্ধিত হয়েছে। এছাড়া কেবল টিভির ছবি ও শব্দের গুণমান টেরিসট্রিয়াল থেকে ভালো হওয়ার কারণে দর্শকরা বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছে। এর শব্দ ও ছবির উন্নত গুণমানের কারণ হচ্ছে, উপগ্রহ থেকে টিভির সিগন্যালকে গ্রহণ করে সরাসরি তারের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

বর্তমানকালে ভারতের বিভিন্ন ছোট-বড় সব শহরেই টেরিসট্রিয়াল টিভির দর্শক সংখ্যা

শহর ও জেলার অন্দরে

পঞ্চবন এখন শান্তিনিকেতনের একাডেমি অফ ফাইন আর্টস

নিজস্ব প্রতিনিধি— গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ম ও এক স্বপ্ন ছিল সংস্কৃতি চর্চা ও তার প্রসার। অর্থাৎ নাটক, কবিতা, গান, শিল্পকলার মাধ্যমে নবজাগরণ আসনের যুগে যুগে। করির এই ভাবনার ধারক ও বাহক হিসেবে তৃতীয় ধারার নাটককে আরও জনপ্রিয় করা ও তার সঙ্গে সঙ্গ আর্ট ক্যাম্প, আর্ট এক্সিবিশন, কবিতা, গান ও শিল্পের অন্যান্য মাধ্যম নিয়ে এক অভিব্যক্ত উদ্যোগ নিয়েছে শান্তিনিকেতনের পঞ্চবন আর্ট রিসর্ট।

যখন বাঙালির ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি-সংস্কৃতি, লোকচাচার পাশ্চাত্যের যাঁতাকলে মিশ্র সংস্কৃতির রূপ নিচ্ছে, তখন সেই সংস্কৃতিকে বাঙালি সভ্যতার বাহক করতে লাগতারা নাট্যচর্চায় রত্নী হয়েচ্ছে শান্তিনিকেতনের এই আর্ট রিসর্ট। এখনও পর্যন্ত একটানা ৩৫টি তৃতীয় ধারার নাটক করেছেন তাঁরা। বড়দিন থেকে প্রতি সপ্তাহের শুরু ও শনিবার বিক্রেম নাট্যাগোষ্ঠীর নাটকগুলি পরিবেশিত হয়। তাদের সংকল্প এভাবেই ১ বৈশাখ পর্যন্ত তাদের



নিজস্ব ‘খাপছাড়া মঞ্চে’ এই শিল্প চর্চা ও প্রদর্শনের ধারা অব্যাহত থাকবে। বোলপুর-শান্তিনিকেতন ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত তেঁকে কলাকুশলী, নাট্যকাররা অংশ নেন এখনও। এছাড়া, ওপার বাংলা থেকেই শিল্পীরা এসে এই মঞ্চেকে সমৃদ্ধ করেছে। নাট্যচর্চা ছাড়াও এখানে চিত্র প্রদর্শনী, শিল্পকর্মের প্রদর্শনী নিয়মিত হয়ে আসছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যে কেউ এখানে এসে কবিতা পাঠ, গান, নাটক, শ্রুতিনাটক, নৃত্যচর্চা করতে পারবেন। তার জন্য অবাধ দ্বার খোলা এখানে।

আর্ট রিসর্ট কর্তৃপক্ষের মত, নাটকের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করে বহু দেশে বহু সময় বিপ্লব এসেছে। এসেছে সভ্যতার জোয়ার। প্রখ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়ার যখন তাঁর সৃষ্ট নাটক মঞ্চস্থ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছ বিশ্বজুড়ে, তার বহু আগে থেকেই বাংলার লোকসংস্কৃতিতেই এই ধারা ছিল। এছাড়া, পৃথিবীর ইতিহাসে তৃতীয় ধারার নাটক দিন বদলের কথা বলে। মৌলবাদ নয়, চায় মৌলিকতা। তার পঞ্চবন আর্ট রিসর্ট তৃতীয় ধারার নাটকের সঙ্গে শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের প্রসার ও প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে।

সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণ ভাঙল এলাকাবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ২২ মার্চ—সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণ করছিলেন একজন হাতুড়ে ডাক্তার। এই নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে নিকশি ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়ে সারা এলাকার ক্ষতি হবে, এই অভিযোগ জানিয়ে বিভিন্ন সরকারি দফতরে এই নির্মাণ বন্ধের দাবি জানানো হয়েছিল কিন্তু কোনও ফল হয়নি। শেষে পাড়ার লোকেরা একত্রিত হয়ে নিজেরাই সেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেন। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় সারা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের ৭ নং ওয়ার্ড, দৌলতপুর এলাকায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের দাঁড় করিয়ে ডাক্তারবাবু নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি হুমকি দিচ্ছেন নীচতলা থেকে পুরসভার উপরতলা সব জায়গাতেই সেটিং আছে, বাধা দিয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না।

এই প্রসঙ্গে এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ পাত্রের বক্তব্য, ‘মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল কুড়ি দিন হয়ে গেল তিনি কোনও ব্যবস্থা করেননি। তিনি নাকি পুরসভাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। পুরসভাতে অভিযোগপত্র

দেওয়া হয়েছিল। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, তাঁর কিছু করার নেই, মহকুমা শাসককে জানাতে হবে। এদিকে তৃণমূলের নেতাদের সামনে দাঁড় করিয়ে উনি অবৈধ নির্মাণ করে যাচ্ছেন। এর ফলে নিকশি নালা বন্ধ হয়ে গিয়ে আমাদের চরম দুর্দশা হবে। জানা গেছে, এখানে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র করা হচ্ছে। যিনি চিকিৎসা কেন্দ্রটি করছেন সেই হাতুড়ে চিকিৎসক সৈয়দ গোসাম হোসেনের বক্তব্য, ‘সবাই করছে তাই আমিও করছি। পিডুডি ভেঙে দিলে আমি পিছিয়ে যাব। এখন আমি নিকশি নালা বন্ধ করিনি, নীচে ফাঁকা রেখেছি। পুরসভায় গিয়েছিলাম অনুমতির জন্য। যেহেতু রোডসু-এর জায়গা তাই তারা অনুমতি দেয়নি। চেয়ারম্যান থেকে কাউন্সিলর সবাই বলেছেন, তাঁরা করতে বলছেনও না আবার নিষেধও করছেন না।’ এই প্রসঙ্গে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারির বক্তব্য, ‘আমি এই নির্মাণ করতে নিষেধ করেছিলাম। তা সত্ত্বেও উনি করছেন। এখন স্থানীয় মানুষ যা ভালো বুঝেছেন করছেন, আমার কিছু বলার নেই।’

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পরিষদের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি – শিল্পী ও কবি দীপ্তি রায়ের সূচনা সঙ্গীতের মাধ্যমে নবীনী গুহ সভাপণ্ণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা প্রসার পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি কমল দে সিকদার বলেন, বর্তমানে নানাভাবে বাংলা ভাষার অবমাননা হয়ে চলেছে।এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করা প্রয়োজন। কবি কৃষ্ণ বসু বলেন, প্রয়োজন হলে আমরা আমাদের শেখটুকু দিয়েও বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখব। কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেন, জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া অন্যায্য। আমরা সব মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করি। বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক পৃথীরাজ সেন বলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি ১৯শে মে দিনটি পালনেও জোর দিতে হবে। সাহিত্যিক তাপস সাহা এবং আধ্যাত্মিক গবেষক পরিব্রাজক গৌতম বিশ্বাস বলেন, বাংলা ভাষা প্রচার ও প্রসারে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা প্রসার পরিষদের সম্পাদক সাহিত্যিক সঞ্জীব কুমার রাহা আবেদন করেন, বাংলা ভাষাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে অফিস, বাড়ি, দোকান সর্বত্র বাংলা ভাষার সাহিবোর্ড ব্যবহার করন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন পর্ণা ব্যানার্জি, শান্তী ব্যানার্জি, দীপ্তি রায় এবং স্নিগ্ধা মিত্র মুখার্জি। দীপাঙ্খিতা বসু সরকার এবং প্রদীপ দাশগুপ্তের আবৃত্তি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। কবি কণ্ঠে কবিতা পাঠ করেন কবি কমল দে সিকদার, অরুণ কুমার চক্রবর্তী, কৃষ্ণ বসু, তাপস সাহা, অরুণ ভট্টাচার্য, কৃণাল সেনগুপ্ত, জিয়াউল শেখ, পিনাকী বসু, গীতঞ্জী সাহা, সর্বানী ঘোষ, চন্দনা মুখোপাধ্যায়, রুদ্রাণী মিশ্র, সজল শ্যাম, ওথেন্সা হক, নির্মালা বানার্জি, সঞ্জীব কুমার রাহা, মৃণেে সরকার প্রমুখ। অসাম্পারণ সঞ্চালনা করেন শুভঙ্কর বিশ্বাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কবি জিয়াউল শেখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি— বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সময়েই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের শাখা অফিস খোলার জন্য কলকাতায় আসছেন সংস্থার প্রতিনিধিরা। সেইমতো মঙ্গলবার কলকাতায় মডে সাক্ষরিত হয়ে গেল পূর্বাঞ্চলের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের। জানা গিয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে সেন্টলকে এই ট্রেড সেন্টার গড়ে উঠবে। যা গড়ে উঠলে রাজ্যের অন্তত ৩০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার অ্যাসোসিয়েশন এবং মার্লিন গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এদিন মডে সাক্ষরিত হয়। এদিনের মডে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার অ্যাসোসিয়েশন –এর ভাইস প্রেসিডেন্ট স্কট ওয়াং, মার্লিন গ্রুপ (কলকাতা) –এর চেয়ারম্যান সুশীল মোহতা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর



সাকতে মোহতা। ভারতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের প্রাচীনতম শাখাটি রয়েছে মুম্বইতে। এছাড়া বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, নয়াদা, পুণেতেও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের শাখা রয়েছে। পূর্ব ভারতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার তৈরির জন্য কলকাতাকে বেছে নেওয়ায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের

ইনস্টিটিউট অফ নিউরো ডেভেলপমেন্টের অনুষ্ঠানে ডা. শশী পাঁজা



নিজস্ব প্রতিনিধি— ইনস্টিটিউট অফ নিউরো ডেভেলপমেন্ট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছিল বীরেন্দ্র মঞ্চে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য অতিথি মন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা, পূজা পাঁজা (কাউন্সিলর), ইনস্টিটিউট অফ নিউরো ডেভেলপমেন্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. দীপাংগু দাস প্রমুখ। গ্রোগ্রামটির নাম ‘আসমি’। ১১টি বিশেষ বিদ্যালয়কে ‘আলোর দিশারী’ বিশেষ মনকে আলোকিত করার জন্য এবং তাদের জীবনের যাত্রা গঠনে সহায়তা করার জন্য সমাজের প্রতি তাদের নিবেদিত পরিবেষার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

নয়া আবিষ্কারে আশার আলো

নারকেলেই ক্যান্সার থেকে মুক্তি

চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কম নয়। নারকেলের মাধ্যমে ক্যান্সার থেকে মুক্তির নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলছেন মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ডিরেক্টর রাজেন্দ্র অচ্যুত বাড়ৱে (Rajendra Achyut Badwe)। চিকিৎসায় হতশ্র ক্যান্সার আক্রান্তদের তিনি নিয়মিত নারকেলের ফেটানো গরম জল খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। এতেই নাকি জন্ম হবে ক্যান্সার।

তার মতে, নারকেলের গরম জল ক্যান্সারের কোষকে ধ্বংস করে। এই জল একজন ক্যান্সার আক্রান্তের জীবন বাঁচাতে পারে। ক্যান্সারের কোষ নষ্ট করে। এতে অন্য কোষের কোনও ক্ষতি হয় না। নিয়মিত নারকেল খেলে শুন ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার সহ অন্যান্য ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।



এক কাপ গরম জলে দু’তিনটে পাতলা নারকেলের টুকরো ফেললে, সেই জল ক্ষারক হয়ে যায়। নারকেলের এই ক্ষারীয় রস আলসার এবং টিউমার নষ্ট করে। এছাড়া নারকেলের অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিফেনল উচ্চ রক্তচাপ কমায়, রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না এবং গ্রন্থসিস থেকে রক্তা করে। এই জল রোজ খেলে খুব উপকার হয়। ক্যান্সারের চিকিৎসায় নতুন এই আবিষ্কার ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছে।

শুধু ক্যান্সার চিকিৎসা নয়, নারকেলের জল ও শাঁসের অনেক উপকারিতা রয়েছে। নারকেলের দুধ এবং তেল পুষ্টিগুণে ভরপুর। নারকেল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

প্রতি ১০০ গ্রাম নারকেল থাকে ৩৫৪ ক্যালোরি, ৩৩ গ্রাম ফ্যাট, ২০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ৩৫৬ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ১৫ গ্রাম কার্বেহাইড্রেট ও ৩.৩ গ্রাম প্রোটিন। এছাড়াও ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি৬ ও বি১২ আছে।

নারকেলে বেশি ক্যালোরি থাকায়, তা দ্রুত শরীরে শক্তি জোগায়। তাই কাজের মাঝে ক্লান্তি এলে বা হালকা খিদে পেলে নারকেল খেলে তাৎক্ষণিক অ্যানার্জি বাড়বে। নারকেল হৃদযন্ত্র ভালো রাখে। এটি রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমিয়ে হৃদরোগের সমস্যা দূর করে।

নারকেল রক্তের ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ কারণে ডায়াবেটিস রোগীরাও পরিমিত নারকেল খেতে পারেন। এতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে। নারকেল হাড়ের উন্নতি সাধন করে। এতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে, যা হাড়সহ শাঁতের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। একইসঙ্গে অসি ওআর্থারাইটিস, অসিওপোরোসিস এবং যে কোনও হাড়ের রোগ সারায়। হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে নারকেল। এতে থাকা ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যামিনো অ্যাসিড হজম ক্ষমতা বাড়ায়। নারকেলের দুধ লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। একইসঙ্গে হেপাটাইটিস সি, জন্ডিস ও লিভারের বিভিন্ন অসুখ সারাতে নারকেল দুধ কার্যকরী।

খবরে দেশ-বিদেশ

১ বছরের স্বস্তি আধার-ভোটার কার্ড সংযোগের সময়ে

দিল্লি, ২২ মার্চ— আধার-ভোটার কার্ড সংযোগ বিষয়ে আগাতত স্বস্তি। আরও এক বছর সময় পাওয়া গেল আধারের সঙ্গে ভোটার কার্ডকে যুক্ত করার জন্য। আগে ঠিক ছিল আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই কাজ করা যাবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে সুযোগ মিলবে ২০২৪-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত। গত বছর থেকে আধার নম্বরের সঙ্গে ভোটার পরিচয়পত্রের নম্বরকে যুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে দেশে।

নির্বাচন কমিশন মনে করছে, ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করার কাজে

এই সংযোগে বাড়তি সুবিধা হবে। একজন নাগরিকের দুটি পৃথক বিধানসভা বা একই বিধানসভা এলাকায় দুটি আলাদা বুথে নাম আছে কি না আধার সংযোগের ফলে সহজে তা চিহ্নিত করে ফেলা যাবে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে।

এই সংযোগের আগেও এই ভাবে ভুয়ো নাম বাদ দিত কমিশন। সংযোগের পর তা প্রায় একশো শতাংশ সম্পন্ন হবে বলে কমিশনের ধারণা।

এই সংযোগে নাগরিকরাও যে



বিশেষ সুবিধা পাবে তা হল কোনও মামলা মোকদ্দমা, সম্পত্তি বিবাদ ইত্যাদিতে নাম-পরিচয় নিয়ে জটিলতা দূর করতে সহায়তা করবে এই সংযোগ।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, নাগরিকেরা নিজেরাই এই সংযোগের কাজটি ঘরে বসে করে নিতে পারেন।

এ জন্য প্রথমে ন্যাশনাল ভোটারস সার্ভিস পোর্টাল খুলতে হবে। তাতে লগ-ইন করার পর ভোটার তালিকায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে নিজের নামের

জায়গায় আধার কার্ডের নম্বর যোগ করতে হবে। সংযোগের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর বা ই-মেলে ওটিপি আসবে।

এছাড়া, স্থানীয় বুথে নির্বাচন কমিশন মাঝেমধ্যে শিবির চালু করে। ভোটাররা সেখানে গিয়েও হাতে হাতে সংযোগ সেরে নিতে পারেন। তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই সংযোগ বাধ্যতামূলক নয়। সংযোগ না করালে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড অচল হয়ে যাবে না। ভোটারদেরও কোনও সমস্যা হবে না ভোটারের।

ফের বিলকিস আর্জি শুনতে রাজি সুপ্রিম কোর্ট



নতুন বেঞ্চ গঠনের আশ্বাস প্রধান বিচারপতির

দিল্লি, ২২ মার্চ— দেশে সাদা জাগানো বিলকিস মামলা ফের শুনতে রাজি সুপ্রিম কোর্ট। মেয়াদ শেষের আগেই ধর্মকন্দের মুক্তি দেওয়ার প্রতিবাদে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিলকিস। তাঁর আরজি শুনতে বিশেষ বেঞ্চ গড়বে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার আশ্বাস দিলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়।

মেয়াদ শেষের আগেই গুজরাটের বিলকিস বানোর ১১ ধর্মককে মুক্তি দিয়েছে প্রশাসন। এর বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এর আগে চারবার আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বুধবার অবশেষে বিলকিসের আইনজীবী শোভা গুপ্তার আবেদনে সাদা দিল আদালত। এদিন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পি এস নরশিমা ও বিচারপতির জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চের দুটি আকর্ষণ করেন তিনি। এরপরই নতুন বেঞ্চ গড়ে বিলকিসের আবেদন শোনার আশ্বাস দেন প্রধান বিচারপতি। তিনি জানিয়েছে, “নতুন বেঞ্চ তৈরি করার আমি। আজ সন্ধ্যাই এ বিষয়টি দেখব।” ২০০২ সালে গোদরা হিংসার সময়ে গণধর্ষণ করা হয় ২১ বছর বয়সি বিলকিস বানাকে। দীর্ঘ বিচারের পরে এগারোজন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয় মুম্বইয়ের বিশেষ সিবিআই আদালত। চাটানো বছর জেলে কাটানোর পরে সাজা মকুব করার আবেদন জানায় রাশেণ্যাম শাহ নামে এক দোষী। সেই আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট গুজরাট সরকারকে নির্দেশ দেয়, শাস্তির সাজা পুনর্বিবেচনা করবে। প্রথা ভেঙেই এগারোজন দোষীকে মুক্তি দিয়েছে গুজরাট সরকার। স্বাধীনতা দিবসের দিনই ঠাককে বেরিয়েছে তারা। এর বিরোধিতা করেই শীর্ষ আদালতে গেলেন বিলকিস বানো।

কোভিড বৈঠকে মোদি, রাজ্যগুলির রিপোর্ট তলব কেন্দ্রের

দু’দিনে সংক্রমণ এক লাফে ১১৩৪

দিল্লি, ২২ মার্চ— দেশে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে। রাজ্যগুলিকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রের স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং পরিদর্শিত পর্যালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পদস্থ অফিসারদের বৈঠকে ডেকেছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পাশাপাশি দুর্বো গুপ্রতিরোধ আইনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেরও করোনা মোকাবিলায় পদক্ষেপ করার কথা। সংক্রমণের হার পর্যালোচনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই সিদ্ধান্ত নেয় কী কী বিধিনিষেধ আরোপ করা দরকার।

মঙ্গলবার পর্যন্ত দেশে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭০২৬। গত দু’দিনে এক লাফে ১১৩৪ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মারা গিয়েছেন পাঁচজন। সংক্রমণ সীমাবদ্ধ মূলত ছয়টি বড় রাজ্যে। সেগুলি হল, তামিলনাড়ু, গুজরাৎ, কেরল, কান্টিক, তেলঙ্গানা ও মহারাষ্ট্র। তবে কেন্দ্রীয় সরকার কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না। সরকারি সূত্রে আভাস মিলেছে, জনবহুল



এলাকায় নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করে সংক্রমণ পরিস্থিতি যাচাই করা হতে পারে। নবম স্তরের খবর, বাংলার করোনা চিত্র মোটেই উদ্বেগজনক নয়। করোনা সংক্রমণের কোনও খবর নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ইতিমধ্যে বিমান বন্দরগুলিকে বলা হয়েছে, বিদেশি যাত্রীদের দেহের তাপমাত্রা মাপা এবং অন্যান্য পরীক্ষানিরীক্ষা চালু করতে। জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে মাস্ক ব্যবহার করতে। স্বাস্থ্য সচিব করোনা মোকাবিলায় সব ধরনের প্রযুক্তি সেরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যগুলিকে। আজ প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর জানা যাবে ফের দেশব্যাপী করোনা বিধি আরোপ করা হবে কিনা।

‘ধর্মের ভিত্তিতেই দেশভাগ’, মন্তব্য কৈলাস বিজয়বর্গীর

ইন্দোর, ২২ মার্চ— দেশ ভাগ হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। তাই দেশভাগের পর থেকেই ভারত ‘হিন্দুরাষ্ট্র’, এমন বিতর্কিত মন্তব্য করে ফের খবরের শিরোনামে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গী। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছেন তিনি।

ইন্দোরের ইনদওরে কৈলাস সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় উঠে আসে দেশভাগের প্রসঙ্গ। একাংশের মানুষ ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে দেওয়ার দাবি জানান। সেই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা বলেন, “যখন ভারত ভাগ হয়েছিল, তা ধর্মের ভিত্তিতেই হয়েছিল। দেশভাগের পর পাকিস্তান নামে নতুন রাষ্ট্র তৈরি হল। দেশের বাকি অংশ পরিণত হল হিন্দুরাষ্ট্রে।”

এ প্রসঙ্গে নিজের এক মুসলমান বন্ধুর কথাও সর্বকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন কৈলাস। জানান, ভোপালে তাঁর এক মুসলমান বন্ধু থাকেন। তিনি রাজ্য নিয়ম করে হনুমান চালিসা পাঠ করেন। শিব মন্দিরেও যান নিয়মিত। কারণ তিনি মনে করেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরা একসময় হিন্দু ছিলেন। কৈলাস বলেন, “আমি আমার ওই মুসলমান বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তিনি হনুমান এবং শিবের পূজা করেন? তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেন, নিজের পারিবারিক ইতিহাস খেঁটে তিনি জানতে পেরেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন রাজস্থানের রাজপুত। এখনও তাঁর কিছু কিছু রাজপুত আত্মীয় উত্তরপ্রদেশে থাকেন।”

কৈলাস মনে করেন, দেশের তরুণ সমাজকে বিপথে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে হনুমান চালিসা। তাই তিনি একটি ‘হনুমান চালিসা ক্লাব’ গঠন করার কথা ভাবছেন বলেও জানিয়েছেন। যে যুবসমাজ মাদকাসক্ত, তাঁদের আসক্তি থেকে দূরে সৃষ্টি জীবনে ফেরানোর চেষ্টা করবে এই সংগঠন।



‘পিতৃতান্ত্রিক’ মন্তব্যে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

দিল্লি, ২২ মার্চ— কোনও মামলার বিচারে কোনওরকম পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করা থেকে দেশের সমস্ত আদালতকে বিরত থাকার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি পিএস নরসিংহর একটি বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাত বছরের একটি ছেলেকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের মৃতদণ্ড ঘোষণা হলে, সেই সাজার পুনর্বিবেচনার আবেদনের মামলায় এই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ।

ওই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড পুনর্বিবেচনার ওই আবেদন ইতিমধ্যেই খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তা খারিজ করে আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, “বাচ্চা ছেলেটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খুন করার ঘটনায় তার মা-বাবা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মা-বাবার এই একমাত্র সন্তান হারানোর বেদনার সঙ্গে এই উদ্বেগও মিশে রয়েছে, তাঁদের



ভবিষ্যৎ কী হবে, বৃদ্ধ বয়সে কে তাঁদের দেখবে, কে-ই বা তাঁদের পরিবারকে দেখবে। এটা শুধু একটা নৃশংস খুন নয়, এটা গোটা পরিহিতিকেই চরম সমস্যায় ফেলে দেওয়া।” আদালতের এই মন্তব্য নিয়েই নতুন করে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে থাকা সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ

বেঞ্চ। ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় নিজে সেই রায়ে লিখেছেন, ‘এইরকম ভয়ংকর খুনের মামলায় আদালতের এটা মোটেই বিচার করার কথা নয়, যে খুন হওয়া শিশুটি কন্যাসন্তান নাকি পুত্রসন্তান। নিহত শিশুর লিঙ্গ যাই হোক না কেন, ঘটনটি সমান দুর্ভাগ্যজনক। কেবল পুত্রসন্তান হওয়ার কারণে সে ভবিষ্যতে মা-বাবার দায়িত্ব নিত, এমন ভাবনাকে

প্রশ্নয় দেওয়া উচিত নয় আদালতের। এই ধরনের মন্তব্য পিতৃতন্ত্রের ধারক-বাহক, কোনও আদালতেরই এই ধরনের কথা বলা উচিত নয়।’

আদালতের পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করা-না-করা নিয়ে আলোচনা এই প্রথম নয়। ২০২১ সালে অপর্ণা ভাট বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকারের একটি বিশেষ মামলায় আদালতের রায়ের পরে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অনেকে। সে সময়ে সুপ্রিম কোর্ট এই নিয়ে গাইডলাইন প্রকাশ করেছিল।

ওই মামলায় দেখা গিয়েছিল, যৌন হেনস্তার মামলায় অভিযুক্ত যেন রাখি পরিণয়ে দেয় অভিযোগকারীকে, এমনই শর্ত দিয়ে অভিযুক্ত যুবকে জামিন দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট।

এর যুক্তি হিসেবে আদালত একাধিক পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করেছিল, যেমন: (১) মহিলারা শারীরিক ভাবে দুর্বল হন এবং তাঁদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। (২) মহিলারা সেহেতু নিজেরা নিজেদের

সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, তাই পুরুষরাই পরিবারের মাথা হন এবং পারিবারিক সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এমনটাই মেয়েদের মেনে নেওয়া উচিত। (৩) ‘ভাল’ মহিলারা যৌনতার ব্যাপারে বিস্তৃত হন, তথা সতী হন। (৪) সব মহিলারই দায়িত্ব মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা এবং বাচ্চাদের সব দায়িত্ব নেওয়া। (৫) মদ, সিগারেট খাওয়া মহিলারা পুরুষদের যৌনতার বার্তা দেন। (৬) কোনও মহিলা যৌন হেনস্তার অভিযোগে যদি শারীরিক ক্ষতির তেমন চিহ্ন না মেলে, তাহলে এমনও হতে পারে, সেই মহিলার সম্মতিতেই যৌনতা হয়েছে।

এই মন্তব্যগুলির পরেই প্রতিবাদের বড় ওঠে আইনের অঙ্গনেই। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, কোনও আদালতই যেন কোনও মামলায় এই ধরনের পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য না করে। ফের আরও একবার খুনের মামলার সাজা বহাল রাখতে গিয়ে এই ধরনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

‘থালাইভি’-র জন্য বিপত্তি কঙ্গনার, মোটা টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি

মুম্বই, ২২ মার্চ— গত কয়েক বছরে কঙ্গনার খ্যাতিতে নলার মতো কোনও হিট নেই। অভিনেত্রীর শেষ হিট সিনেমা ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস’। আর তার ওপর বাড়তি বাসোলা। বক্স অফিসে ছবি ব্যর্থ হওয়ায় আর্থিক ক্ষতিপূরণের মুখে পড়তে চলেছেন কঙ্গনা। সিনেমা পঞ্জাবের প্রযোজক কঙ্গনার। সিনেমা হলে দর্শক টানতে পারেনি জয়ললিতার বায়োপিক। এই অভিযোগে চাওয়া হয়েছে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ।

অভিনয় জগৎ থেকে রাজনীতিতে



ভয়াবহ ভূমিকম্পে পাকিস্তানে মৃত অন্তত ১১, আহত শতাধিক



ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ— মঙ্গলবার রাতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কৈপে ওঠে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। শুধু পাকিস্তান নয় একাধিকবার কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি, জম্মু-কাশ্মীর-সহ উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যেও। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছেন ১১ জন। আহত শতাধিক।

মঙ্গলবার রাত ১০টা বেজে ১৭ মিনিট নাগাদ আফগানিস্তানে প্রথম কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৬.৫। কম্পনের উৎসস্থল আফগানিস্তানের জুমের ১৮০ কিলোমিটার গভীরে হলেও ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাকিস্তানের খাইবার পাকতুনখাওয়া এলাকা। ওই প্রদেশে কমপক্ষে ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ছ হ করে বাড়ছে আহতের সংখ্যা।

অনেককেই ভরতি করা হয়েছে হাসপাতালে। বিধ্বস্ত পাকিস্তানের ওয়াট ভালি অঞ্চলও। ইতিমধ্যেই সে দেশে এমার্জেন্সি এলার্ট জারি করা হয়েছে।

এ দেশেও পড়ে ভূমিকম্পের প্রভাব। কৈপে ওঠে দিল্লি, জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও রাজস্থানের বিভিন্ন অংশ। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন আতঙ্কিত রাজধানীর বাসিন্দারা। উদ্বেগ প্রকাশ করে টুইট করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়া। বিবেশগুজরা জানাচ্ছেন, কম্পনের উৎসস্থল দেড়শো কিলোমিটারের চেয়েও গভীর হওয়ার কারণেই এত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এর প্রভাব পড়েছে। তবে ভারতে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই।

রূপান্তরকামীদের ১০ বছরের জেল, সঙ্গমে মৃত্যুদণ্ডের বিল পাস



কাম্পালা, ২২ মার্চ— সমকামীতা এখন অনেক দেশেই বৈধ। তাদের বিরুদ্ধেও সিলমোহর দিয়েছে আয়েরিকার মত দেশ। কিন্তু উগান্ডায় এই প্রথমেই উদ্ভল। তাঁদের বিয়ে করার দাবিকে মান্যতা দেওয়া হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই আবহেই মঙ্গলবার উগান্ডার আইনসভা বিল পাশ করে জানিয়ে দিল, রূপান্তরকামী বলে চিহ্নিত হলে কড়া শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। ইতিমধ্যেই সে দেশের রূপান্তরকামী মানুষেরা যত্রতত্র আইনি বৈষম্য এবং হিংসার মুখোমুখি হচ্ছেন। তার মধ্যেই এই নতুন আইন পাশ হওয়ার পর তাঁদের জীবন আরও দুর্বিধ হতে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সংবাদমাধ্যম বিবিসি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, উগান্ডার আইনসভা পাশ হওয়া বিতর্কিত বিলে বলা হয়েছে, রূপান্তরকামী বা এলজিবিটিকিউ হওয়া অপরাধ। এ রকম কাউকে চিহ্নিত করা গেলে তাঁকে ১০ বছর জেলে যেতে হতে পারে। সমকামীদের যৌন সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। সমকামিতা বা রূপান্তরকামিতার প্রচারকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই দেশে।

উগান্ডা-সহ আফ্রিকার ৩০টিরও বেশি দেশে ইতিমধ্যেই সমকামিতা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই প্রথম রূপান্তরকামীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বিল পাশ করল উগান্ডা।

এই বিল পাশ করার পর উগান্ডার আইনসভার সদস্য ডেভিড বাহাতি বলেছেন, “যা হয়েছে তাতে আমাদের বস্ত্রা ঈশ্বর খুশি। আমি আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার জন্য বিলটিকে সমর্থন করি।” ডেভিডের মতো সে দেশের অনেকেই এই নয়া আইনের সমর্থন করে কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, রূপান্তরকামিতা রক্ষণশীল এবং ধর্মীয় আফ্রিকান ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে আঘাত করে। আর সেই কারণেই রূপান্তরকামীদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। তবে এই বিলের বিরোধিতা করেও বহু মানুষকে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে। এই বিল আইনে রূপান্তর করার জন্য শীঘ্রই উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইওরোরি মুসেন্ডেনির কাছে পাঠানো হবে। মুসেন্ডেনি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও তিনি দীর্ঘ দিন ধরে রূপান্তরকামীদের অধিকারের বিরোধিতা করে এসেছেন।

এই মাসেই উগান্ডার জিনজা জেলার এক জন স্কুল শিক্ষককে ‘অস্বাভাবিক যৌন চর্চা করে অল্পবয়সি ছেলেদের মেয়ে সাজানোর’ অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অভিনয় করেন কঙ্গনা। এ. এল, বিজয় পরিচালিত ছবির জন্য নিজের স্তন্য পালতে ফেলেছিলেন। বাড়িয়েছিলেন ওজন। কিন্তু তামিলনাড়ুতে ব্যবসা করলেও দেশের বাকি অংশে সেভাবে চলেনি ‘থালাইভি’। শোনা গিয়েছে, কঙ্গনার এই ছবির ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য এক সংস্থা ছ’কোটি টাকা অগ্রিম হিসেবে দিয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা উসুল হয়নি। ফলে টাকা ফেরত চেয়ে ই-মেলে মারফত চিঠি পাঠানো হয়েছে। যদি তার কোনও সমুদ্র নদ পাওয়া যায়। তাহলে হযতো অভিযোগকারী সংস্থা আইনি পথে হাটতে পারে।



এসেছিলেন জয়ললিতা। তামিলনাড়ুর প্রথম নারী ও সর্বকনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এই চরিত্রেই



শীর্ষস্থান হারালেন সিরাজ

দিল্লি— ভারতের তারকা পেসার মহম্মদ সিরাজ শীর্ষস্থান হারালেন। সাদা বলের ক্রিকেটে ভালো পারফরমেন্স করে দেখানোয় বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরস্থানে উঠে এসেছিলেন সিরাজ। বুধবার আইসিপি খোষিত র‍্যাঙ্কিংয়ে দু’খাপ নেমে এখন তিন নম্বরে জায়গা পেলেন সিরাজ। এক নম্বরে উঠে এলেন অজি পেসার জশ হ্যাঞ্জেলউড এবং দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। সিরাজ ছাড়া প্রথম দশের তালিকায় আর কোনও ভারতীয় বোলার জায়গা পাননি। এদিকে, টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় প্রথম দশের বাইরে চলে গেলেন রেহিত শর্মা। অবশ্য বিরাট কোহলি নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন। বোলারদের তালিকায় জিমি অ্যান্ডারসনের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছেন রবিচন্দন অশ্বিন। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। তবে বলে রাখা ভালো, গাড়ি দুর্ঘটনার পর এখনও দলের বাইরে থাকা স্বাভ পছ একমাত্র ভারতীয় ব্যাটসম্যান যিনি নবম স্থানে রয়েছেন। এছাড়া বিরাট রয়েছেন তেরোতম স্থানে।

পদক নিশ্চিত

ভারতের

দিল্লি— নীতৃ এবং সুইটি মহিলাদের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে নিজদের ব্যক্তিগত বিভাগে পদক নিশ্চিত করলেন দেশের হয়ে বুধবার। নীতৃ (৪৮ কেজি) ও সুইটি বোরা (৮১ কেজি) বিভাগে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে ফেলেছেন। সান্ধী চৌধুরী, গতবারের ব্রোঞ্জ পদক জয়ী মণীশা শেখ চারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি।

করোনা টিকা বিতর্কে জোকার

লন্ডন— আবারও করোনা টিকা বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন নোভাক জোকোভিচ। টিকা না নেওয়ার জন্য জোকার অংশ নিতে পারবেন না ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও নিয়ামি টেনিস প্রতিযোগিতায়। মার্কিন



সরকারের পক্ষ থেকে কড়া নিয়ম রয়েছে। করোনার টিকা না নেওয়া বিদেশিকে দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তবে উদ্যোক্তাকারীদের পক্ষ থেকে পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে জোকার খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা বিফল যায়। আশা করা হচ্ছে মে মাসের পর এই নিয়মে কিছুটা পরিবর্তন আনা হতে পারে এবং জোকার ইউএস ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

কলকাতা ঘোড়দৌড়

শিবনাথ দাস
বৃহস্পতিবার কলকাতায় ৬ বাজি। প্রধানবাজি এন্ডজুডিকেট কাপের বাজি। লড়াই হওয়া উচিত স্কব্রিজ ও ইস্টউড এর মধ্যে। প্রথমবাজি(২.৪৫) কমপ্ল্যায়ন ১, রিগান ২, ইন্ডিয়ান স্টার ৩। দ্বিতীয়বাজি(৩.১৫) হরাস দ্য গ্রেট ১, জিন ল্যাফেট ২, মাখতুব ৩। তৃতীয়বাজি(৩.৪৫) ইনামোরাতা ১, মাউন্ট রেনো ২, এমরেস ৩। চতুর্থবাজি(৪.১৫) সুইট লেগাসি ১, আবেনেগেটের ২, টুপিকাল লেডি ৩। পঞ্চমবাজি(৪.৪৫) স্কব্রিজ ১, ইস্টউড ২, টিগরিও ৩। ষষ্ঠবাজি(৫.১৫) প্রসপারাস গ্লিন ১, বিউটিফুল ২, এডমন্ড ৩। দিনের সেরা : স্কব্রিজ।

বিশ্বজয় করে ঘরের মেয়ে রিচা ঘরে ফিরল

নিজস্ব প্রতিনিধি— ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরল... বাহাম দিন পর রিচা ঘোষ বুধবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পা রাখলেন। ভারতীয় দলের মহিলা ক্রিকেটার বঙ্গ তনয়া রিচা বিমানবন্দরে পা রাখতেই সমর্থন ও সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে ভেসে যান। ঘরের মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন বাবা মানবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও পরিবারের অন্য সদস্যরা। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে রিচা সোজা চলে যান শিডিওড়ির সাংবাদিক ক্লাবে।

সেখানে রিচাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটার রিচা ঘোষ চলতি বছরে জানুয়ারি অনুষ্ঠ-উনিশ টি-

টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন। তবে তারপরেই বড়দের দলের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে নামলেও সেখান স্বপ্নপুরণ হয়নি। তবে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরও ঘরে ফিরতে পারেননি রিচা। বেসালু মহিলাদের আইপিএলে অঙ্গালুরু দলের হয়ে খেলছিলেন তিনি।

তবে মহিলাদের আইপিএল থেকে বঙ্গালুরু ছিটকে যাওয়ায় অবশেষে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরতে পারল... বাহাম দিন পরে রিচা ঘরে ফিরলেন বিশ্বকাপ জয়ের। ঘরে ফিরতে পেরে বেজায় খুশি রিচা। এবং তাঁর কাছে মানুসদের ভালোবাসা ও আদরে তিনি আশুত। ‘খুব ভালো লাগছে সকলকে আবারও একসাথে

পেয়ে। জানি আমার মা আমার জন্য প্রিয় খাবারগুলো করে রাখবে। অনেকদিন পরে আবার সকলের সঙ্গে একসঙ্গে মজা করে সময় কাটাতে পারব। তবে হ্যাঁ, জানি না মা কি রান্না করছে আমার জন্য। পুরোটাই আমার কাছে সারগ্রাহিজ গিফটের মতন। কিন্তু আমাকে নিয়মের বাইরে বেরোলে চলবে না। নিজেকে ফিট রাখতে হবে। তাই সবকিছু খেতে ইচ্ছা করলেও খেতে পারব না,’ এমন কথাই বলেন রিচা।

তবে ঘরে ফিরে কিছুটা ফ্লোভ প্রকাশ করলেন রিচা। কারণ শিলিওড়ির ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়ে তিনি বেজায় অসন্তুষ্ট। তিনি বলেন, এখানে খেলার মাঠ নিয়ে একটা সমস্যা রয়েছে। আগেও

অনেকবার বলেছি এখনও বলছি জানি না কবে কাজ হবে। যাঁরা দায়িত্বে রয়েছে আশা করি এবার তাঁরা বিষয়টাকে ভালোভাবে দেখবেন। আমাদের জেলার ছেলেকোয়েরা কিছুতেই নিজজদের ক্রীড়া দক্ষতা দেখাতে পারছে না পরিকাঠামো না থাকায়। ওরা জেলার বাইরে এগোতেই পারছে না। এখানে তো আগে মেয়েদের মাঠে ঢুকতে দেওয়া হত না। সেই সমস্যাতা অবশ্য আজ মিটেছে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। আমাদের আগামী প্রজন্মের কথা ভাবতে হবে। সিএবি অনেক সাহায্য করেছে। সেই সাহায্যগুলো আমাদের কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে উন্নতি ঘটাতে হবে।’

বিরাটের তৈরি করা মঞ্চে বাকিরা ব্যর্থ হলেও, শেষদিকে লড়াই চালালেন হার্দিক

চেন্নাই— লড়াইটা যে আসলে করতে জানে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা সেটা তারা লাল বলের ক্রিকেটেও প্রমাণ করে দেখিয়েছে এবং সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে সাদা বলের ক্রিকেটে। বিদেশের মাটিতে খেলতে নেমে সহজেই কাণ্ডারদের দেশের ক্রিকেটাররা মাথানত করার পাত্র নন সেটা তারা বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে প্রথম দু’টি টেস্টে হারলেও তৃতীয় টেস্টে জয় ও চতুর্থ টেস্টে ড্র করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। সিরিজ হারলেও আফশোস নেই কারণ তারা লড়াই করে ফিরে আসার যোগ্যতা দেখিয়েছেন। তাতেই সকলে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। একদিনের ক্রিকেটের সিরিজেও প্রথম ম্যাচে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে দুরন্ত কামব্যাক করে টপকে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচে লড়াই জমিয়ে দেন অজি ক্রিকেটাররা। তবে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ঘরের মাঠে মান বাঁচানোর যথেষ্ট লড়াই চালায়। অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে বুধবার প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে ওপেনিংয়ে অজি দলের পরিবর্তন আনা হয়। ট্রেভিস হেড ও মিচ মার্শ নামেন। তাঁদের প্রথম উইকেটে আটবাটি রানের পার্টনারশিপ দলকে ভালো শুরু করে দেয়। তবে হার্দিক পাণ্ডিয়া মিচ মার্শ ট্রস্মিথ ও ট্রেভিস হেডকে আউট করে অজি দলকে ধাক্কা দেন। কিন্তু চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ওয়ার্নার ও লাবুশানে দলকে কিছুটা টানলেও সেভাবে এগিয়ে দিতে পারেননি। একটা সঙ্গে ১৬৮ রানের মধ্যে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু, শেষদিকে অ্যালেক্স কেরির আটব্রিশ, স্টোনিসের পঁচিশ ও সিন অ্যাবটের ছাব্বিশ রানে ভর করে অস্ট্রেলিয়া



২৬৯ রান তোলে। ভারতের হয়ে সিরাজ ও অন্ধুর দু’টি ও হার্দিক ও কুলদীপ যৌথভাবে তিনটি করে উইকেট পান। ২৭০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ভারতীয় দুই ওপেনার রোহিত ও শুভমান ভালোই ইনিংসের শুরু করেছিলেন। দু’জনে মিলে পঁয়ষাট রানের পার্টনারশিপ গড়ে দেন। কিন্তু, বারো রানের মধ্যে দুই ওপেনার আউট হয়ে যাওয়ায় চাপ পড়ে যায় ভারত। কিন্তু সেই চাপ কাটিয়ে দলকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান বিরাট ও লোকেশ রাহুল জুটি। দু’জনে মিলে তৃতীয় উইকেটে অর্ধশতাধিক রানের পার্টনারশিপও যোগ করে দেন। কিন্তু রাহুল ব্যক্তিগত বত্রিশ রান করে আউট হয়ে গেলেও বিরাট চুয়াম রানের সুন্দর একটি ইনিংস খেলেন। তবে ভারতীয় শিবিরে জোড়া ধাক্কা দেন আগর দুই বলে বিরাট ও সুরুকে আউট করে। এই নিয়ে সূর্যকুমার যাদব টানা তিন ম্যাচে শূন্য রান করে আউট হয়ে যান। শেষপর্যন্ত দলকে

ডিআরএস সমস্যা মিটছে না ভারতীয় দলে

চেন্নাই— ডিআরএস সমস্যা যেন মিটছে না ভারতীয় দলে... টেস্ট সিরিজ থেকে শুরু করে একদিনের ক্রিকেট। এই সমস্যা বার বার দেখা যাচ্ছে। এখন ভারতীয় দল হাসির খোরাক হয়ে গিয়েছে এই ডিআরএসের জন্য। বুধবার তৃতীয় একদিনের ম্যাচেও এমন সমস্যা দেখা গেল। আবারও রেগে গেলেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ভারতীয় অধিনায়ককে শাস্ত করার জন্য ফ্রমাও চেয়ে নিলেন কুলদীপ যাদব। উনাচল্লিশতম ও ভায়ে এই ঘটনাটি ঘটে। কুলদীপের বল বুঝতে না পারায় অ্যান্সন আগর তা আটকান। কিন্তু বলটি লেগেছিল প্যাডে। সঙ্গে সঙ্গে কুলদীপ আঙ্গায়রকে আবেদন করলেও তা নাকোচ করে দিয়ে নটআউট দেন। কিন্তু কুলদীপ মানতে নারাজ। সঙ্গে সঙ্গে রোহিত এগিয়ে আসেন। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন। উইকেটকিপার লোকেশ রাহুলও বলেন বল উইকেটে লাগেনি। তবে শেষপর্যন্ত রোহিত দু’সেকেন্ড সময় বেঁচে থাকার সময় সিদ্ধান্ত নেন ডিআরএসে। সঙ্গে সঙ্গে কুলদীপ মাথা নীচু করে চলে গিয়েছিলেন। আসলে তিনি কি মজা করছিলেন? রোহিত এটা একেবারে মেনে নিতে পারেননি। তিনি সঙ্গে কুলদীপের ওপর রেগে যান। কারণ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিনি ওই সময় ইয়ার্কিটা পছন্দ করেননি। এবং কুলদীপের শোষে একটি রিভিউও নষ্ট হয়।

জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন রোহিত পাণ্ডিয়া ও রবীন্দ্র জাদেজা। শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী রিয়ার্লিশ ওভারে ভারত ছয়

উইকেট হারিয়ে ২১৬ রান তুলেছে। সিরিজ ও তৃতীয় ম্যাচে জয়ের জন্য তখনও প্রয়োজন চুয়াম রানের।

টসের পরেও অধিনায়করা প্রথম একাদশ বাছতে পারেন

দিল্লি— হাতে গোনা মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা... এরপরেই শুরু হতে চলেছে আইপিএল। ৩১ মার্চ আমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। যদিও ঘাবড়ে গেলে চলবে না কারণ এখন ভারতের মাটিতে চলছে মহিলাদের আইপিএল। এরপর এই মাসের শেষেই শুরু হতে চলেছে পুরুষদের আইপিএলের মহড়া। যোলাতম আইপিএলের মরশুম শুরু হওয়ার আগে নিয়মে কিছু বদল আনা হল বিসিআইএয়ের পক্ষ থেকে। করোনাকালীন সময়ে আইপিএল আয়োজনে কোনও দলকে হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হয়নি। তবে এখন সবই স্বাভাবিক। তাই পুরানো ছন্দেই এবারের আইপিএল ফিরে আসছে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটা দলই হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলার সুবিধা পাচ্ছে। এবারের আইপিএলে আসতে চলেছে নতুন তিনটি নিয়ম। তবে কি সেই নিয়ম... দেখে নেওয়া

নিয়মে পরিবর্তন আইপিএলে



দ্বিতীয়ত : ক্রিকেটের নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট ওভার নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে না পারলে ম্যাচ শেষে অধিনায়ককে জরিমানা দিতে হত। কিন্তু এবার থেকে আইপিএলের আসরে যদি কোনও দল নির্দিষ্ট সময়ে খেলা শেষ করতে না পারে তাহলে তিরিশ গজ বৃত্তের বাইরে পাঁচজনের জায়গায় তারা চারজন ফিল্ডারকে রাখতে পারবে এটাই শাস্তি বলা যেতে পারে। এই শাস্তির ফলে ব্যাটিং দল সাহায্য পাবে তা এক কথায় নিশ্চিত।

তৃতীয়ত : এবার থেকে ফিল্ডার ও উইকেটকিপারকে বিশেষ সতর্ক

থাকতে হবে। ফিল্ডিং করার সময় নিয়ম-বহির্ভূত ভাবে নড়াচড়া করলে তারও শাস্তি পেতে হতে পারে ফিল্ডিং দলকে। যদি বল করার সময় উইকেটকিপার নিয়ম বহির্ভূতভাবে নড়াচড়া করে তাহলে ব্যাটিং করা দলকে পাঁচ রান পেনাল্টি দেওয়া হতে পারে। অথবা সেই বলটিকে ডেড বল হিসাবেও ধরা হতে পারে। কিন্তু, পাঁচ রান পেনাল্টি পাবে ব্যাটিং করা দলটি। কোনও ফিল্ডারও যদি এই একই কাজ করে শাস্তি কিন্তু একই থাকবে। নিখোনে পছন্দ মত প্রথম একাদশ জানাতে পারবেন।

শুধু আইপিএলই নয়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেও ছিটকে যেতে পারেন শ্রেয়স : সূত্র



হয়ে পড়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। তবে তিনি প্রথমদিকে খেলো

“মাঠে ফিরতে সময় লাগবে চার থেকে পাঁচ মাস”

পারবেন না কিন্তু দ্বিতীয়রা খেলতে নামতে পারবেন এমন কথা শোনা গিয়েছিল যেমন ঠিক তেমনই আবার শোনা গিয়েছিল

সেখানে যখন তিনি কামব্যাক করবেন তখন ঘরের মাঠে একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। সুত্রের খবর অনুযায়ী, চিকিৎসকরা আইয়ারকে পরামর্শ দিয়েছেন সার্জারি করানোর জন্য। আপাতত তিনি লন্ডনসে স্পেশালিস্ট চিকিৎসকদের চিকিৎসার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। তবে ওখানেও সার্জারি হতে পারে অথবা যদি ভারতে এই সার্জারি করানোর সুযোগ থাকে তাহলে এখানেও হতে পারে। এই চোটের জন্য আগেও ভুগতে হয়েছিল শ্রেয়সকে।

আজ নৈহাটি স্টেডিয়ামে ছোটদের ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি— সে ছোট হোক বা বড় হোক মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হলে উত্তেজনার পারস চড়চড় করে বাড়তে থাকে। বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভালপমেন্ট ফুটবল লিগের ডার্বি ম্যাচের অংশ নেবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই ম্যাচের জন্য। আইএফএ সচিব অনিবার্ণ দত্ত জানিয়েছেন খেলায় কোনও রকম অশান্তি দর্শক না হয় তার জন্য সব রকম প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাধারণ দর্শকের জন্য বিশেষ কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দর্শকরা মাঠ থেকেই ওই কার্ড সংগ্রহ করে প্রবেশ করতে পারবেন। ইতিমধ্যে দুই দলের ফুটবলাররা অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে নিজদের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। দুই দলই চাইছে ম্যাচটা জিতে নিজদের দক্ষতা প্রকাশ করছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কলকাতা হকি লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল হার স্বীকার করে মোহনবাগানের কাছে। তারপরে আইএসএল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হবার পরে মোহনবাগানের পুরো শিবির আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। সেই কারণে মোহনবাগানের ছোটরাও প্রমাণ করতে চাইবে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার পথকে সহজ করতে। এদিকে বুধবার নিউ আলিপুর সুকৃষ্টি সংঘ ও জামশেদপুর একসি মুখোমুখি হয়েছিল। এই খেলায় জামশেদপুর ৪-১ গোলে নিউ আলিপুর সুকৃষ্টি সংঘকে পরাস্ত করে। জামশেদপুরের হয়ে আমজাদ খান তিনটি গোল করে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। অন্য গোলটি করে নিখিল বার্মা। আর সুকৃষ্টি সংঘের হয়ে ব্যবধান কমিয়েছে অসিত হেমরম। এদিন উত্তর প্রদেশের মথুরায় সিনিয়র জাতীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য কলকাতা থেকে বাংলার খেলোয়াড়রা রওনা দিলেন। আইএফএ সভাপতি অভিজিৎ ব্রানার্জি বাংলা দলের খেলোয়াড়দের গুচ্ছভাে জানিয়েছেন। বাংলা মহিলা দলকে স্পনসর করল সেনকো গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড। বাংলা দলের প্রথম ম্যাচ ২৫ মার্চ খেলবে অরুণাচলের বিরুদ্ধে।

জোড়া মাইলফলকের সামনে মেসি
দিল্লি— বিশ্বকাপ জয়ের তিন মাস পর আবারও মাঠে নামতে চলেছে বিশ্বকাপজয়ী দল আর্জেন্টিনা। বন্ধুত্বপূর্ণ খেলায় মেক্সিকো প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচের পাঁচদিন পরই মেক্সিকো খেলতে নামবে ২৭ মার্চ কুরাকাওয়ের বিরুদ্ধে। তবে এখন এই ম্যাচ দুটোর দিকে নয় নজর সকলের রয়েছে মেক্সিকো দিকে। কারণ মেসি সামনে জোড়া নজির গড়ার সুযোগ রয়েছে। আর একটি গোল করতে পারলেই মেসি তাঁর ফুটবল জীবনে আটশো গোল করে ফেলবেন। এখন তাঁর গোলের সংখ্যা ৭৯৯ টি। এছাড়া দেশের হয়ে শততম গোল করার সুযোগ রয়েছে মেক্সিকো সামনে। এখনও পর্যন্ত দেশের জার্সি গায়ে মেসি আটানকইটি গোল করেছেন। মেসি যেমন জোড়া মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে তেমনই বিশ্বকাপ জয়ীরা খেলা দেখার জন্য সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতন।

